হিন্দু সংহতি

স্বদেশ সংহতি সংবাদ

Website : www.hindusamhati.net/www.hindusamhatibangla.com

Vol. No. 7, Issue No. 04, Reg. No. WBBEN/2010/34131, Rs. 2.00, April 2018

''ভারতে মুসলিমদিগের জাতীয়তা বলিয়া গর্ব করিবার কিছু নাই। সে কারণে বহির্ভারতীয় মুসলিম সংস্কৃতি ও সভ্যতার উপর তাহাদের দৃষ্টি স্বভাবতঃ আকৃষ্ট হয়। খিলাফৎ আন্দোলনের গোড়ার কথাই হইল ভারতকে তারা অন্তরের সহিত ভালোবাসিতে পারে নাই।''

—শ্রী শ্রী পি আর ঠাকুর

''আত্মচরিত বা পূর্বস্মৃতি'' (১ম, পৃঃ ২০১)

রামনবমীর মিছিলে বেনজির আক্রমণ

আসানসোলে দাঙ্গা ছড়াল সংখ্যালঘুরা

গত ২৭শে মার্চ, মঙ্গলবার আসানসোলের চাঁদমারি এলাকা থেকে একটি রামনবমীর একটি মিছিল চলছিল। মিছিলটি যখন শ্রীনগর রাস্তার মোড়ের কাছে পৌঁছায়, তখন বেশকিছু মুসলিম মিছিল আটকায় এবং বলে যে এখানে আমাদের 'ইস্তমা' আছে, তাই এখন থেকে মিছিল যাবে না। এ নিয়ে মিছিলে থাকা হিন্দুদের সঙ্গে মুসলিমদের বচসা বাঁধে। মিছিলে অংশ নেওয়া একজন জানিয়েছেন যে, যে মাঠে ইস্তমা হচ্ছিলো তার পাশে একটা বড়ো ঘর আছে, যেখানে আগে থেকেই মুসলিমরা বোমা গুলি নিয়ে প্রস্তুত ছিল। হিন্দুদের মিছিল এগিয়ে যাবার চেষ্টা করলে মুসলিমরা আল্লাহ আকবর, নারায়ে তাকবীর শ্লোগান দিয়ে শোভাযাত্রার ট্যাবলো গাড়িতে থাকা শ্রীরামের মূর্তিতে আগুন ধরিয়ে দেয়। আশেপাশে থাকা হিন্দুবাড়িগুলোতে নির্বিচারে ভাঙচুর চালায় মুসলিম জনতা। বেশ কয়েকজন পুলিশকর্মী আহত হয়। পরে ধীরে ধীরে পুরো আসানসোল জুড়ে সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে। গন্ডগোল ছড়িয়ে পড়ে ওকে রোড, মহুয়াডাঙাল, রামকৃষ্ণডাঙাল, আমবাগান এলাকা এবং আসানসোল স্টেশন এলাকায়। স্থানীয় হিন্দু সংহতির প্রতিনিধি জানিয়েছেন যে একের পর এক বাড়ি থেকে কালো ধোঁয়া উঠতে দেখা যায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ লাঠিচার্জ করে, পরপর টিয়ার গ্যাসের সেল ফাটায়। কিন্তু হামলাকারীরা পিছু না হটে বাড়িতে ভাঙচুর চালাতে থাকে। দাউদাউ করে বাড়িগুলিতে আগুন জ্বলতে দেখা যায়। কয়েকটি বাড়ি লক্ষ্য করে বোমাও ছোঁড়া হয়। আতঙ্কে বহু লোকজন কাঁদতে কাঁদতে ঘরবাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যায়। বোমা গুলির মধ্যেই আটকে পড়ে বেসরকারি একটি স্কুলের পড়ুয়ারা। তারাও আতঙ্কে কান্নাকাটি শুরু করে দেয়। কোনও রকমে অভিভাবকরা এসে তাদের বাড়ি নিয়ে যান। এদিন পরিস্থিতি সামাল দিতে বাঁকুড়া এবং পুরুলিয়া থেকেও পুলিশবাহিনী আনা হয়। কিন্তু লাঠিচার্জ এবং টিয়ার গ্যাসের সেল ফাটিয়েও দীর্ঘক্ষণ পরিস্থিতি পুলিশ নিয়ন্ত্রণে আনতে পারেনি। হামলাকারীরা ইট, পাথর এবং বোমা নিয়ে পুলিশকে তাড়া করে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ময়দানে নামেন খোদ পুলিশ কমিশনার লক্ষ্মীনারায়ণ মিনা সহ অন্যান্য আধিকারিকরা। এদিন শহরের অধিকাংশ জায়গা বনধের চেহারা নেয়। খুব কম যানবাহন চলাচল করে। রেলপাড়ের বিভিন্ন এলাকায় অস্ত্র নিয়ে দাপিয়ে বেড়াতে থাকে হামলাকারীরা। আসানসোলের মহকুমা শাসক প্রলয় রায়চৌধুরী বলেন, রেলপাড়ের বেশ কিছু জায়গায় মঙ্গলবার রাত থেকে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে। পুলিশ কমিশনার বলেন, সবাইকে শান্তি বজায় রাখার অনুরোধ করছি।

ইটাহারে রাজবংশী হিন্দুদের উচ্ছেদের চক্রান্ত

উত্তর দিনাজপুর জেলার ইটাহারের দুর্লভপুরে রাজবংশী হিন্দুদের তাদের বাসস্থান থেকে উচ্ছেদ করার জন্যে স্থানীয় মুসলিমরা হামলা চালালো তাদের ওপর। ঘটনাটি গত মঙ্গলবার ২০শে মার্চ, দুপুরে ঘটে। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন যে দুর্লভপুরে তিনটি রাজবংশী পরিবার-দিপু রায়, দীনেশ রায় ও মালতি রায় দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করছে। ওই তিনটি পরিবারের ওই বসতবাড়ি ছাড়া আর অন্য কোনো জমিজমা নেই। ওদের পরিবার শ্রমিকের কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে। কিন্তু স্থানীয় মুসলিমরা মাজাহারুল ইসলাম, মুস্তাফা আলীদের নেতৃত্বে মাসখানেক আগে ওই তিনটি পরিবারকে বাড়ি ঘর ছেড়ে চলে যেতে বলে। কিন্তু ওই মুসলিমরা জমির কোনো বৈধ কাগজপত্র দেখতে পারেনি। এ নিয়ে কোর্টে মামলাও হয়। সেই মামলা এখনও চলছে। কিন্তু তার মধ্যে গত মঙ্গলবার মুসলিমরা দলবেঁধে মাজাহারুল ইসলাম, মুস্তাফা আলীর নেতৃত্বে এসে রাজবংশী হিন্দুদের বাড়িতে হামলা চালায়, ঘরদোর ভাঙচুর করে। তারপর বাড়ি তিনটিতে কেরোসিন তেল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয়। খবর পেয়ে স্থানীয় হিন্দুরা ছুটে আসে এবং মাজাহারুল ইসলাম ও আরো তিনজন মুসলিম দুষ্কৃতিকে ধরে ফলে। তাদের ব্যাপক মারধোর করার পর পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। পরে ঘটনাস্থলে আসেন দুর্লভপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মদন গোপাল বর্মন। তিনি নিঃস্ব হয়ে পড়া ওই তিনটি হিন্দু পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর আশ্বাস দিয়েছেন। তবে এই ঘটনায় এলাকায় রাজবংশী হিন্দুদের মধ্যে যথেষ্ট ক্ষোভ থাকায় এলাকায় বিশাল সংখ্যক পুলিশ মোতায়েন রয়েছে।

হিন্দু সংহতির উদ্যোগে জেলায় জেলায় রামপূজা হল

এবার পশ্চিমবঙ্গে রামনবমী উৎসব উপলক্ষে রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখল সাধারণ মানুষ। রামকে ভোট ব্যাঙ্কের হাতিয়ার করতে শাসকদল থেকে বিরোধীদলরা সকলেই পথে নেমে তাদের করিশ্মা দেখালো। গরম গরম বক্তব্যে আকাশ বাতাস ধ্বনিত হল। সংঘর্ষও এড়ানো গেল না। এরই মধ্যে শ্রীরামচন্দ্রের গৌবরময় জীবন, সমাজ-সংস্কৃতিতে তাঁর অবদান স্মরণ রেখে, শুধুমাত্র পুরষোত্তম রামের আশীর্বাদ পেতে জেলায় জেলায় রামপূজার আয়োজন করেছিল সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক সংগঠন হিন্দু সংহতি।

দেগঙ্গায় এবার বেশ বড় করে রামপূজা করলো হিন্দু সংহতির অঞ্চলের কর্মীরা। জয়ন্ত ও কুন্তলের নেতৃত্বে ২৫ তারিখ এক বিশাল শোভাযাত্রায় আয়োজনও করে তারা। হাওড়া জেলায় সাঁকরাইল থানার অন্তর্গত বাসুদেবপুরে বিশ্বজিৎ সাধুখাঁ-র নেতৃত্বে রামনবমী উৎসব পালিত হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন সমীর গুহরায় ও চঞ্চল চক্রবর্তী। নদীয়া জেলার হরিণঘাটায় পাঁচুগোপাল মন্ডল ও নিত্যদার নেতৃত্বে এবারই প্রথম রামপূজা করা হল। ১৬ তারিখ বিকালে সংহতির কর্মী ও এলাকার সাধারণ মানুষ মিলে প্রায় ছয়-সাতশো লোকের একটি শোভাযাত্রা এলাকা পরিভ্রমণ করে। সেখানেও সংগঠনের সহসভাপতি সমীর গুহরায় ও বারাসাতের প্রমুখ কর্মী সৌরভ আচার্য্য উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও অন্যান্য জেলাতেও রামপূজার আয়োজন করেছিল সংহতি কর্মীরা। অন্যান্য অরাজনৈতিক সংগঠনের ডাকে রামপূজায় প্রধান অতিথি হয়ে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের প্রধান উপদেষ্টা তপন ঘোষ ও সংগঠনের সভাপতি দেবতনু ভট্টাচার্য্য। সমুদ্রগড়ে দেবতনুবাবুর সঙ্গে সংগঠনের সহ সম্পাদক সুজিত মাইতি উপস্থিত ছিলেন। তপন ঘোষ বলেন, রাম নিয়ে রাজনীতি করা ঠিক নয়। সমগ্র হিন্দু সমাজের কাছে রাম এক আদর্শ পুরুষ। বঙ্গ সংস্কৃতির সঙ্গেও রামের সম্পর্ক হাজার হাজার বছর আগে। তাই আমাদের ঘরের ছেলের নাম হয় রাম, স্থানের নাম হয় রামপুরহাট, রামনগর। দেবতনু ভট্টাচার্য্য বলেন, দেরি হলেও রামকে কেন্দ্র করে বাঙালী হিন্দুর মধ্যে শুভ চেতনার উন্মেষ ঘটেছে। হিন্দুরা তার প্রকৃত শত্রুকে চিনতে পেরেছে। তিনি বলেন, সমস্ত বিরোধ ভুলে বাঙালী হিন্দুকে আজ রাবণবধের সংকল্প করতে হবে।

রোহিঙ্গা মুসলিমরা দেশের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বিপদ ঃ

প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি দিলো হিন্দু সংহতি

স্থানীয় মুসলিম ধর্মীয় সংগঠন এবং ইসলামিক এনজিও-দের সহযোগিতায় মায়ানমার থেকে রোহিঙ্গা মুসলিমদের নিয়ে এসে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করছে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। তার মধ্যে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলায় বিগত কয়েকমাস ধরেই রোহিঙ্গা মুসলিমদের আনাগোনা বাড়ছে। আর এই রোহিঙ্গা মুসলিমদের অনুপ্রবেশ যে বাঙালি হিন্দু এবং দেশের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বড়ো বিপদ, তা জানিয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চিঠি দিলেন হিন্দু সংহতির সর্বভারতীয় সভাপতি শ্রী দেবতনু ভট্টাচার্য মহাশয়। তিনি তার চিঠিতে উল্লেখ করেছেন যে বাঙালি হিন্দু একবার দেশভাগের শিকার হয়েছে; বেআইনি মুসলিম অনুপ্রবেশের ফলে তাকে যেন আবার উদ্বাস্তু না হতে হয়। তিনি রোহিঙ্গাদের প্রসঙ্গে চিঠিতে উল্লেখ করেছেন যে, বাংলাদেশ একটি মুসলিম দেশ হওয়া সত্বেও তারা রোহিঙ্গাদেরকে স্থায়ীভাবে আশ্রয় দিতে রাজি নয়। তাছাড়া রোহিঙ্গাদের নিজস্ব জঙ্গি সংগঠন রোহিঙ্গা সলভেসন আর্মি রয়েছে, যা মায়ানমারে হিন্দু এবং বৌদ্ধ গণহত্যায় জড়িত। অনুপ্রবেশকারী রোহিঙ্গা মুসলিমদের মধ্যে জিহাদিরাও ঢুকে পড়তে পারে। তা দেশের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বিপজ্জনক। এই চিঠিতে এই রোহিঙ্গা মুসলিমদের মধ্যে অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নেবার দাবি জানিয়েছেন শ্রী দেবতনু ভট্টাচার্য মহাশয়।

উস্তিতে নির্মীয়মান শিবের থান ভেঙে দেওয়া হল

দক্ষিণ ২৪ পরগনার উস্তি থানা এলাকায় অনেকদিন থেকেই হিন্দু সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়েছে। থানার অন্তর্গত শেরপুর অঞ্চলের সেকেন্দারপুর গ্রামে রাস্তার ধারের একটি জমিতে দীর্ঘদিন ধরেই স্থানীয় হিন্দুরা হরিনাম সংকীর্তন এবং শিবঠাকুরের পুজো করে আসছে। স্থানীয় গ্রামবাসীরা একটি কমিটি গঠন করে এবং ওই স্থানে একটি পাকা শিবলিঙ্গ বসানোর সিদ্ধান্ত করে। সেই মতো ওখানে ইঁট গাঁথার কাজ শুরু হয়ে যায়। শিবঠাকুরের থান নির্মাণের কাজ প্রায় অর্ধেক হয়ে এসেছিলো। কিন্তু ওই জমির পিছনে স্থানীয় হিন্দু ব্যক্তি গৌতম সর্দার এবং তপন সর্দার-এর জমি আছে। তারা দীর্ঘদিন ধরেই হিন্দু গ্রামবাসীদের পুজোর স্থল ওই জমিটি দখল করার চেষ্টা করে আসছিলো। কিন্তু পারেনি। কিন্তু গত ১১ই মার্চ, শনিবার বিকেলে গৌতম সর্দার এবং তপন সর্দার স্থানীয় মুসলিমদের নিয়ে আসে শাবল, রড নিয়ে এবং ওই নির্মীয়মান থানটিকে ভেঙে দেয়। হিন্দুরা দুএকজন বাধা দেয় কিন্তু বেশিদূর এগোতে পারেনি। পরে ক্ষুব্ধ হিন্দুরা থানায় যায় এবং অভিযুক্তদের নামে একটি জেনারেল ডাইরি করে। তবে শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী পুলিশ এখনো পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করেনি।

আমাদের কথা

পশ্চিমবঙ্গে রোহিঙ্গা বিষবৃক্ষের রোপন ঃ বাঙালি হিন্দুর ভবিষ্যত অনিশ্চিত

দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার সন্দেশখালি, সরবেড়িয়া, বারুইপুর-বজবজে কয়েকশো রোহিঙ্গা মুসলিম পরিবার ইতিমধ্যেই এসে বসবাস শুরু করেছে। কক্সবাজার থেকে রোহিঙ্গাদের এ রাজ্যে ঢুকে পড়ার ঘটনা অবশ্য তাতেই থেমে থাকছে না। বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার খবর অনুযায়ী আড়াই হাজার কিমি বাংলোদেশ সীমান্তের ও পারে প্রায় ৬০ হাজার রোহিঙ্গা এসে জড়ো হয়েছেন। তারা এই রাজ্যে এসে আর পাঁচজন মানুষের মতো জীবন যাপন করতে চান। চান সরকারি সুযোগ সুবিধা ভোগ করতে। আর এইসমস্ত রোহিঙ্গা মুসলিমদের জন্যে টাকার থলি নিয়ে প্রস্তুত রাজ্যের মাদ্রাসা এবং মুসলিম লবিগুলি। গত ১২ই মার্চ গোয়েন্দা সংস্থাগুলি, বিএসএফ এবং পুলিশকর্তাদের বৈঠকে এমনই তথ্য উঠে এসেছে। বিশেষ সূত্রে জানা গিয়েছে সুন্দরবন লাগোয়া জলপথ সবচেয়ে চিন্তার কারণ। কেননা ওই জলপথগুলিতে বিএসএফ-এর টহলদারি কম থাকার কারণে অনায়াসে ওই সুন্দবন অঞ্চলের সজনেখালি, ক্যানিং হয়ে সহজে পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কোলকাতাতে পৌঁছে যাওয়া যায়। তারপর সেখান থেকে রাজ্যের বিভিন্ন মাদ্রাসায় ও অন্যান্য মুসলিম বস্তিতে রোহিঙ্গারা ঢুকে পড়তে পারে। ফলে তখন রোহিঙ্গা মুসলিমদের খুঁজে বের করা এবং তাদের বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো প্রায় অসম্ভব। কারণ, প্রথমত এই রাজ্যের মুসলিমপ্রধান এলাকাগুলিতে রাজ্যের আইনের শাসন চলে না। ঐসব এলাকাগুলিতে পুলিশ ঢুকতে ভয় পায়। দ্বিতীয়ত, রোহিঙ্গারা বাংলাভাষী আর পাঁচজন মুসলিমদের মতোই দেখতে। তাই তাদের চিহ্নিত করা মুশকিল। তারপর গোদের ওপর বিষফোঁড়া হলো এই রাজ্যের শক্তিশালী মুসলিম লবি, যার চাপে মুসলিমদের সব অন্যায় দাবি মেনে নেওয়া হয়। গোয়েন্দাদের কাছে এমনও খবর আছে যে রোহিঙ্গা মুসলিমদের মধ্যে জিহাদি সংগঠন রোহিঙ্গা সলভেসন আর্মি-এর জিহাদিরা ঢুকে পড়তে পারে। পরে সেই জঙ্গি সংগঠন যদি রোহিঙ্গাদের ভারতের নাগরিকত্বের দাবি নিয়ে যদি পশ্চিমবঙ্গ ও ভারতের বিভিন্ন স্থানে হামলা করে, তাহলে সংখ্যাগুরু হিন্দু সম্প্রদায়ের কাছে তা এক বিরাট চিন্তার বিষয়।

আর একটা লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে হিন্দুরা বড়ই মানবদরদী। হিন্দুর হাতে টাকা এলে একটা সেবা প্রতিষ্ঠান খুলে বসে। তারপর হিন্দু-মুসলিম নির্বিচারে সেবা করতে শুরু করে। বন্যা হলে মুসলিম এলাকাগুলিতে ত্রাণ পাঠিয়ে দেয়। বিনা পয়সায় চিকিৎসা ও ওষুধ বিতরণ করে। আর তার ফল পাওয়া যায় হাতেনাতে। যেমন দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার ডায়মন্ড হারবারের ভারত সেবাশ্রম সংঘের মহারাজরা। যে মুসলিমদের ওনারা প্রতি সপ্তাহে বিনা পয়সায় চিকিৎসা করে এসেছেন, তাদের হাতেই মার খেলেন উনারা। কিন্তু মুসলিমরা মানবতাকে ভাগ করে ফেলেছ বহুদিন। তারা তার চারপাশে পাঁচিল দিয়ে ঘিরেছে। তার ভিতরে কি হয় তার খবর কেউ জানে না। সৌদি আরব, কাতার আর পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলি থেকে কত টাকা আসে তার খবর কেউ জানে না। ফলে সেই টাকার একটা অংশ যদি রোহিঙ্গা মুসলিমদের জন্যে খরচ করে, তবে শুধু ৬০,০০০ রোহিঙ্গা মুসলিম নয়, লক্ষ লক্ষ রোহিঙ্গা মুসলিমকে এই পশ্চিমবঙ্গে খাওয়াতে পারবে ওই সমস্ত মুসলিম সংগঠন আর এনজিও। কারণ বারুইপুরে যে মুসলিম এনজিও ''দেশ বাঁচাও সামাজিক কমিটি'' রোহিঙ্গা মুসলিমদের খাওয়াচ্ছে, তার একার দ্বারা এতগুলি রোহিঙ্গা মুসলিমকে দেখভাল করা সম্ভব নয় কখনো। পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক নেতা এবং মাদ্রাসা থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থসাহায্য পেয়ে চলেছে। আর তার ফলেই পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে বিষবৃক্ষের চারা রোপন হয়ে চলেছে হিন্দুদের নাকের ডগায়। আর একদিন সেই ফল পেয়ে হিন্দুকে উদ্বাস্তু না হতে হয়। ভয় তো সেখানেই। কারণ ঘরপোড়া হিন্দু যে সিঁদুরে মেঘ দেখলে ভয়ে কেঁপে ওঠে।

এবার একটু ভারতের পশ্চিমের রাজ্য রাজস্থানের দিকে তাকানো যাক। পাকিস্তান থেকে অত্যাচারিত হয়ে প্রায় ২০০টি হিন্দু পরিবার রাজস্থানে আশ্রয় আশ্রয় নিয়েছিল। তাদের বক্তব্য, পাকিস্তানের মাটিতে তাদের আর থাকা সম্ভব নয়। সেখানে প্রতিদিন নানা অন্যায় -অবিচারের শিকার হতে হয় তাদের। মেয়েদের সম্ভ্রম হারাতে হয়। ঘরের মেয়ে ধর্ষিতা হলেও পুলিশ-প্রশাসনের সাহায্য পাওয়া যায় না। তাই তাদের ভাগ্যে কি জুটেছে? স্থানীয় কোন হিন্দু সংগঠন তো তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসেইনি, উল্টে রাজস্থানের বিজেপি সরকার উদ্বাস্তু হিন্দুদের আশ্রয় দিতে পারবে না বলে দ্রুত তাদের পাকিস্তানে চলে যেতে বলেছে। কেন্দ্রের মোদী সরকারও আগত ২০০ হিন্দু পরিবারকে আশ্রয় দেওযার ব্যাপারে কোন সদর্থক ভূমিকা গ্রহণ করেনি। তাই অসহায় পরিবারগুলো ঠিক করেছে পাকিস্তানেই ফিরে যাবে। সেখানে গিয়ে তারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবে। প্রতিদিনের জীবন যন্ত্রণাা থেকে মুক্তি পেতে, ঘরের মেয়েদের দুষ্কৃতিদের হাত থেকে রক্ষা করতে এ ছাড়া তাদের সামনে আর কোন পথ নেই।

রাজনৈতিক নেতাদের এই দ্বিচারিতা দেখলে অবাক হতে হয়। পশ্চিমবঙ্গে রোহিঙ্গা মুসলিমরা আশ্রয় নিয়ে মুসলিম সংগঠন গুলোর পাশাপাশি রাজনৈতিক দলগুলোও তাদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। শাসকদল প্রকাশ্যে তাদের পশ্চিমবঙ্গে থাকার পক্ষে সওয়াল করে। বিজেপি, সিপিএম বা কংগ্রেস তখন মুসলিম ভোট ব্যাঙ্কের কথা ভেবে চুপ থাকে। অথচ রাজস্থানে ২০০টি হিন্দু পরিবারকে আশ্রয় না দিয়ে পাকিস্তানে ফিরে যেতে বাধ্য করা হল, তাদের ধর্ম ত্যাগ করতে বাধ্য করা হল—অথচ সারা দেশে বুদ্ধিজীবী মহল থেকে সাধারণ মানুষের একটাও আওয়াজ উঠল না। ডান-বাম সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলোর মুসলিম তোষণ দেশটার ভবিষ্যৎ অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এভাবে চললে পৃথিবীর বৃহত্তম গণস্ত্রণ অচিরেই ধ্বংস হয়ে ভারতে ইসলামিক একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হবে।

ভারতে রোহিঙ্গা মুসলিম থাকলেও, পাকিস্তান থেকে আগত শরণার্থী হিন্দুদেরকে তাড়িয়ে দিলো রাজস্থান সরকার

ধর্মের ভিত্তিতে ভারত ভেঙে পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছিল। সেই সময় পাকিস্তান ও বাংলাদেশে থাকা হিন্দুদের কথা কেউ মনে রাখেনি। আর সেই কারণে দীর্ঘ সাত দশক ধরে পাকিস্তানে থাকা হিন্দুরা মুসলিম মৌলবাদীদের অত্যাচারের শিকার হয়েছে। তাদের মা-বোনেদের ধর্ষিতা হতে হয়েছে, ধর্মান্তরিত হতে হয়েছে। তবুও তাদের যন্ত্রণার খবর ভারতে পৌঁছায়নি। অনেক হিন্দু পরিবার নিরাপত্তার খোঁজে ভারতে আশ্রয় চাইতে বাধ্য হয়েছিলেন। ভেবেছিলেন, ভারত একশো কোটি হিন্দুর দেশ। এখানে জান, মান, ধর্মের নিরাপত্তা মিলবে। কিন্তু এ দেশ তাঁদের ঠাঁই দেয়নি, কেন্দ্রে তথাকথিত হিন্দুত্ববাদী সরকার থাকা সত্ত্বেও। উল্টে ফিরে যেতে বাধ্য করেছে পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশের হিন্দু বাসিন্দারা। সীমান্তবর্তী এলাকার এই মানুষগুলো ভারতে এসেছিলেন আশ্রয়ের খোঁজে। কিন্তু না প্রশাসন, না ইআইডি-কেউ তাঁদের এ দেশে থাকতে দেয়নি। এমনকি তথাকথিত হিন্দুত্ববাদী কেন্দ্র সরকার তাদের দিকে ফিরেও তাকায়নি। ফেরত পাঠিয়েছে পাকিস্তানে। অভিযোগ, এবার সেখানে ফেরার পর তাঁদের ওপর চাপ দেওয়া হচ্ছে, ইসলাম গ্রহণ করতে হবে। নাহলে মহিলা সহ পরিবারের সদস্যদের বাঁচানো যাবে না। রাজি না হলে চলছে নির্মম অত্যাচার। যেমন সিন্ধু প্রদেশের মাতালি গ্রাম। সীমান্ত এলাকার এই গ্রামে কয়েকদিনের মধ্যে ধর্ম পরিবর্তনে বাধ্য হতে চলেছেন ৫০০-র বেশি হিন্দু। গত ২ বছরে হাজারের মত পাক হিন্দু রাজস্থানের যোধপুরে আশ্রয় চাইতে এসেছিলেন। কিন্তু ৯৬৮ জনকে ফেরত পাঠানো হয়েছে জোর করে। এঁদেরই একজন চান্ডু ভীল। সিআইডি তাঁকে পাকিস্তানে ফেরত পাঠাতে চায় দেখে তিনি রাজস্থান হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন। স্পেশাল বেঞ্চ তাঁর ফেরত যাওয়ার নির্দেশের ওপর স্থগিতাদেশও দেয়। কিন্তু তার আগেই সিআইডি জোর করে পাকিস্তানে ফিরে যেতে বাধ্য করে তাঁর গোটা পরিবারকে। এবার পাকিস্তানে তাঁদের ওপর চাপ দেওয়া হচ্ছে,, ইসলাম গ্রহণ করতে হবে। এমন বহু পরিবার পাকিস্তানে বৈষম্যের শিকার হয়ে এ দেশে এসেছিল। ফের যেতে বাধ্য করা হয়েছে তাদের। আর ধর্ম বদলানোর চাপের জেরে পাকিস্তানের বহু গ্রামে হিন্দুর সংখ্যা শূন্যে এসে দাঁড়াতে চলেছে।

পাকিস্তান থেকে আগত হিন্দুদের জন্যে সরকার, বিরোধী কেউই চিন্তিত না হলেও মায়ানমারের রোহিঙ্গা মুসলিমদের নিয়ে চিন্তিত ভারতের বুদ্ধিজীবী থেকে সরকারের নেতা মন্ত্রীরা। তারা রোহিঙ্গা মুসলিমকে নিয়ে এসে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে বসবাসের ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন এবং সুযোগ সুবিধা দিচ্ছেন। কিন্তু মূর্খ নেতাদের ভুলে দেশভাগের ফলে পাকিস্তানের হিন্দুদের যন্ত্রণা অমেরিকা কিংবা ব্রিটেনের সরকারের কানে পৌঁছালেও কাছের ভারত সরকারের কানে পৌঁছায় না। ফলে রাজস্থানে নামেই বিজেপি সরকার চললেও তা যে হিন্দু বিরোধী তা আজ দিনের আলোর মতো পরিষ্কার। এ প্রসঙ্গে হিন্দু সংহতির সভাপতি দেবতনু ভট্টাচার্য মহাশয়কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, ''রাজস্থানে যে একটা হিন্দু বিরোধী সরকার চলছে তা আরো একবার প্রমাণিত হলো। কিন্তু এই ইস্যুতে কেন্দ্রের অবস্থান কি? মোদী সরকার কিভাবে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করতে পারে? যাদের সাথে ভারতের মাটি, ভারতের সভ্যতা, সংস্কৃতি—কোনো কিছুর বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই, সেই রোহিঙ্গারা যদি হাজার হাজার সংখ্যায় ভারতের মাটি দখল করে থাকতে পারে, তাহলে পাকিস্তান থেকে ধর্মীয় কারণে বিতাড়িত এই হিন্দুরা কেন থাকতে পারবে না? এই বিষয়ে কেন্দ্র সরকারের নীতি স্পষ্ট হওয়া উচিত। আমাদের স্পষ্ট মতামত, বিভিন্ন দেশে ধর্মীয় কারণে অত্যাচারিত হয়ে যে হিন্দুরা ভারতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছেন বা হচ্ছেন, তাদেরকে ভারতে থাকার অধিকার সুনিশ্চিত করতে হবে। পাশাপাশি যারা আর্থিক অথবা অন্যান্য সুযোগ সুবিধা ভোগ করার জন্য অবৈধভাবে ভারতে অনুপ্রবেশ করে বসবাস করছে, জাল কাগজপত্র তৈরী করে এখানে চাকরি করছে, ব্যবসা করছে—তাদেরকে বিদেশি বলে চিহ্নিত করে দেশ থেকে বিতাড়িত করতে হবে।''

প্রয়াত কাঞ্চীর শঙ্করাচার্য

শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন কাঞ্চী মঠের শঙ্করাচার্য জয়েন্দ্র সরস্বতী। তাঁর ৮২ বছর বয়স হয়েছিল। শ্বাসকষ্ট নিয়ে গতকাল ২৮ শে ফেব্রুয়ারি, বুধবার সকালে হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তাঁকে। সংবাদসংস্থা পিটিআই-এর তথ্য অনুযায়ী, হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে শঙ্করাচার্যের। গত বছর থেকেই অসুস্থ তিনি দীর্ঘ সময় হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। 'গুরু'র প্রয়াণে শোকস্তব্ধ ভক্তরা। এ দিন তাঁকে শেষশ্রদ্ধা জানাতে ভক্তের ঢল নামে মঠে।

১৯৩৫ সালের ১৮ জুলাই তাঁর জন্ম হয়। পারিবারিক সূত্রে পাওয়া নাম শ্রী সুব্রহ্মণ্যম। পরে তিনিই হয়ে ওঠেন জয়েন্দ্র সরস্বতী। দায়িত্ব নেন কাঞ্চি মঠের। আটের শতকে যার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন শঙ্কারাচার্য। একাধিক স্কুল হাসপাতাল এবং চক্ষু চিকিৎসাকেন্দ্র রয়েচে এই মঠের অধীনে। দক্ষিণ ভারতে কাঞ্চি মঠের অনুগামীর সংখ্যা বিপুল। জয়েন্দ্র সরস্বতীর মৃত্যুর পর মঠের নতুন শঙ্করাচার্য হলেন বিজয়েন্দ্র সরস্বতী। 'গুরু'র শেষকৃত্য বা 'বৃন্দাবন প্রবেশ' বৃহস্পতি থেকে শুরু হবে। তাঁর প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করেছেন রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী থেকে কংগ্রেস সভাপতি এবং অন্যান্য অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

মালদহে গ্রেপ্তার নারী পাচারের পান্ডা রহমান মোমিন

গতকাল ১৫ই মার্চ, বৃহস্পতিবার মালদহের কালিয়াচক থানার পুলিশ এক নারী পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করে। তার নাম রহমান মোমিন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে যে ধৃত রহমানের কাছ থেকে প্রচুর সিমকার্ড এবং ৬টি মোবাইল সেট উদ্ধার করা হয়েছে। আসলে রহমান নারী পাচার চক্রের মাথা। সে একাধিকবার বিয়ে করেছে এবং তাদেরকে ভিন রাজ্যে পাচার করে দিয়েছে। এই বছরের গোড়ার দিকে স্কুলে যাওয়ার পথে একটি মেয়েটির সঙ্গে পরিচয় হয় রহমানের। তারপর গত ১৯শে ফেব্রুয়ারি মেয়েটি রহমানের সঙ্গে ঘর ছাড়ে, কিন্তু রহমান তাকে বিয়ে করার নাম করে নিয়ে যায় আসামের গুয়াহাটিতে। সেখানে মেয়েটিকে দেহ ব্যবসায় নামানো হয়। মেয়েটি এর প্রতিবাদ করলে তার ওপর অত্যাচার করা হয় এমনকি দেহের বিভিন্ন স্থানে ব্লেড দিয়ে আঘাত করে রহমান। কিন্তু মেয়েটি একজনের ফোন থেকে বাড়িতে সব ঘটনা জানায়। পরে তারা মালদহে এলে কালিয়াচক থানার পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করে।

মহদীপুর সীমান্তে রপ্তানির ৬টি ট্রাক পুড়িয়ে দিলো দুষ্কৃতীরা

মালদহের মহদীপুর সীমান্তে বাংলাদেশে রপ্তানির জন্য আসা ট্রাক পুড়িয়ে দেওয়া হল। ২৮শে ফেব্রুয়ারি, বুধবার ভোর থেকে বিকাল পর্যন্ত অন্তত ছয়টি গাড়ি দুষ্কৃতীরা পুড়িয়ে দিয়েছে বলে অভিযোগ। ঘটনার জেরে এদিন ওই এলাকায় তীব্র উত্তেজনা ছড়ায়। এদিন দুপুরে পুলিশের বড় একটি দল ঘটনাস্থলে তদন্তে গিয়েছিল। তবে গোটা ঘটনায় পুলিসের দিকেই গাফিলতির অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগ, ওখানে বেশকিছু অবৈধ বিনিময়ের কাজ হয়ে থাকে। আর এই নিয়েই গোষ্ঠীবিবাদের জেরে গাড়িতে আগুন দেওয়ার ঘটনা ঘটছে। প্রসঙ্গত, সদ্য মুখ্যমন্ত্রী মালদহ সফরে এসে মহদীপুরে নাকা চেকিং সহ একাধিক এলাকায় নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

এদিন সকালে প্রথমে দু'টি লরি পণ্যসহ দুষ্কৃতিরা পুড়িয়ে দেয়। তারপর দুপুরে আরও দু'টি ও সন্ধ্যার আগে আরও দু'টি লরি পুড়িয়ে দেওয়া হয়। দুপুরে ইংলিশবাজার পুরসভার বিরাট বাহিনী ঘটনাস্থলে যায়। স্থানীয় একটি পার্কিংলটের কর্তৃপক্ষ এনিয়ে ইংলিশবাজার থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে। গৌড়বঙ্গের এই একমাত্র ল্যান্ড পোর্ট দিয়ে বছরে ২৫০০ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা আসে। ফলে নিরাপত্তার প্রশ্নে বহির্বাণিজ্য বন্ধ হয়ে গেলে বড় সংকট তৈরি হবে বলে ওয়াকিবহাল মহল মনে করছে।

প্রথা ভাঙছি ঃ গৈরিক বসনের নতুন মূল্যায়ন

তপন ঘোষ

এই লেখাটা লিখতে আমাকে অনেক দ্বিধা কাটাতে হয়েছে। নিজের মনের সঙ্গে অনেক যুদ্ধ করতে হয়েছে। তারপর ঠিক করলাম লিখব।

খুব ছোটবেলা থেকেই তো জীবনের ধ্রুবতারা হিসাবে মনে করেছি ডাক্তারজী-গুরুজীকে। কিন্তু ডাক্তারজীকে চোখে দেখিনি। গুরুজীকে বহুবার কাছ থেকে দেখার, কথা বলার, শোনার সুযোগ পেয়েছি। তাঁকে খুব একটা বোঝার মত বয়স বা ক্ষমতা তখন আমার ছিল না। কিন্তু তাঁকে সামনে পেয়ে এক আলোকবর্তিকার মত সবসময় মনে করেছি। সেই আলোটা কিভাবে জ্বলছে তা তখন বোঝার চেষ্টা করিনি। কিন্তু সেই আলোতেই জগৎকে দেখেছি। বেশি যুক্তি খুঁজিনি। যত বড় হয়েছি, অভিজ্ঞতা বেড়েছে, তত তাঁর গভীরতা, মহত্ব, হৃদয়ের বিশালতা, আধ্যাত্মিকতা, নির্লিপ্ততা, অন্তর্দৃষ্টি ও দূরদৃষ্টি কিছুটা কিছুটা অনুভব করতে পেরেছি। তখন বুঝেছি, এই মহাপুরুষকে চোখে দেখার ও কাছে আসার সৌভাগ্য পূর্বজন্মের কিছু পুণ্য না থাকলে সম্ভব হত না।

কেউ কেউ হয়তো গুরুজী মানে কার কথা বলছি বুঝতে পারবেন না। পরম পূজনীয় শ্রী মাধবরাও সদাশিবারও গোলওয়ালকর। তাঁকেই আমরা সংক্ষেপে গুরুজী বলতাম। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের দ্বিতীয় সরসংঘচালক।

আজকের লেখার বিষয় গুরুজী নন। কিন্তু তাঁর কথা কেন বলতে হল? কারণ আজকের এই লেখা তাঁর কথা অমান্য করা, তাঁর নির্দেশ লঙ্ঘন করা। সহজে তো করতে পারছি না! মনের অনেক বাধা অনেক দ্বিধা কাটিয়ে তা করতে হচ্ছে। তাই উল্লেখ করা প্রয়োজন।

শ্রীগুরুজী স্বয়ংসেবক কার্যকর্তাদের সঙ্গে কথাবার্তা, বৈঠক, বৌদ্ধিক, চর্চা ইত্যাদির মাধ্যমে জাতির জন্য অনেক পথনির্দেশ দিয়ে গেছেন। তার বহু পরিণাম বা বাস্তবায়ন চোখে দেখা যায়। দত্তোপন্থ ঠেংড়ী ও দীনদয়াল উপাধ্যায় তাঁরই অন্তর্দৃষ্টি ও দূরদৃষ্টির আলোকে ভারতের জাতীয় জীবনের দুটি ক্ষেত্রকে (aspect বা area) সুগঠিত করেছেন। তাঁদের দুজনের অবদান বিশদ আলোচনা ও বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে। কিন্তু এখানে বিষয়ান্তর হয়ে যাবে বলে তাতে ঢুকছি না। কিন্তু এটুকু বলে রাখা দরকার যে, (১) গুরুজীর অনেক কথার তাৎপর্য এখনও পরিস্ফুট হয়নি, এবং (২) গুরুজীর অনেক পথনির্দেশ থেকে তাঁরই অনুগামীরা অনেকক্ষেত্রে বিচ্যুত হয়েছেন। সে প্রসঙ্গও এখানে নয়।

কিছু কিছু কথা গুরুজী সোচ্চারে বলতেন না। কিন্তু নিজের আচরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিতেন। এরকমই একটি প্রসঙ্গ হল, সন্ন্যাসী বা গেরুয়া বসনধারীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করা। কলকাতার হাওড়া স্টেশনেই এরকম একটা প্রসঙ্গ ঘটেছিল। তিনি তো ট্রেনেই বেশিরভাগ যাতায়াত করতেন। একবার হাওড়া স্টেশনে এক পরিচিত সন্ন্যাসীর সঙ্গে দেখা যিনি বয়সে গুরুজীর থেকে ছোট ছিলেন। প্ল্যাটফর্মেই গুরুজী তাঁকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করলেন। ওই যুবা সন্ন্যাসী যথেষ্ট অস্বস্তিতে পড়লেন। কারণ তিনি জানতেন যে গুরুজী শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ শিষ্য স্বামী অখণ্ডানন্দের কাছে দীক্ষাপ্রাপ্ত এবং একজন আধ্যাত্মিক সাধক। তাই তিনি গুরুজীকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলেন। কিন্তু গুরুজী তা মানলেন না। সঙ্গে উপস্থিত বিস্মিত স্বয়ংসেবক ও কার্যকর্তাদের তারপর তিনি বললেন যে গেরুয়া বসন পরিহিত সন্ন্যাসীর বয়স বা গুণাগুণ বিচার না করেই তার চরণস্পর্শ করে প্রণাম করা উচিত।

আমরা পুরানো স্বয়ংসেবকরা গুরুজীর এই ইচ্ছা বা নির্দেশ জানতাম। তাই আমিও সারা জীবন ওই আদেশ পালন করে এসেছি। কিন্তু আজ আমি গুরুজীর সেই আদেশ লঙ্ঘন করছি। কেন করছি তা বলার জন্যই এই লেখা। শ্রীগুরুজীর নির্দেশ লঙ্ঘন করার জন্য সকলের কাছে প্রথমে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

এই নির্দেশ কেন লঙ্ঘন করছি তা পরে বলছি। প্রথমে বলি, এরকম মহাপুরুষের আদেশ লঙ্ঘন করা যায় কিনা! অক্ষমতা বা পরিস্থিতিগত বাধ্যতার কারণে তো আমরা অনেক আদেশই লঙ্ঘন করি। কিন্তু এখন তো আমি বাধ্য হয়ে নই, স্বেচ্ছায় ওই কাজ করছি। উচিত কি?

আমাদের শাস্ত্রে একটা কথা খুব পরিষ্কার করে লেখা আছে। সত্য ও ধর্ম দুইপ্রকার হয়। একটি শাশ্বত, আর একটি যুগসাপেক্ষ বা যুগানুকূল। শাশ্বত সত্যেরও পরিবর্তন হয় না, শাশ্বত ধর্মেরও পরিবর্তন হয় না। আর এগুলি যেখানে লেখা আছে তাকে আমরা বেদ বলি, যার আর এক নাম শ্রুতি। শ্রুতি অপরিবর্তনীয়। (এই বেদ সম্বন্ধে আমার ধারণা প্রচলিত ধারণা থেকে একটু অন্যরকম। সেটা এখানে আলোচ্য নয়।) কিন্তু এমন অনেক সত্য আছে যা শাশ্বত নয়, যা কিছু নির্দিষ্ট সময় বা কাল বা যুগের জন্য সত্য। আর সেই সত্যের আলোকে যা করণীয় যা করার নির্দেশ তা শাশ্বত ধর্ম নয়। তা যুগধর্ম। তাই সহজেই বোঝা যায় যে এই যুগধর্ম পরিবর্তনীয়। তা পাল্টায়। শুধু কাল নয়, স্থানভেদেও তা পাল্টায়।

এর অসংখ্য উদাহরণ দেওয়া যায়। এক স্বামী একাধিক পত্নী, এক স্বামীর এক পত্নী, এক পত্নীর এক স্বামী বা একাধিক স্বামী—এর কোনটাই শাশ্বত নয়। তবে এর থেকেও সহজ ও স্পষ্ট উদাহরণ হল, বালক শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা গোকুল বা বৃন্দাবনে দেবরাজ ইন্দ্রের পূজা বন্ধ করে গো-পূজা চালু করা। দেবরাজ ইন্দ্রের পূজা করা যদি শাশ্বত কর্তব্য হত তাহলে নিশ্চয় কৃষ্ণ তা বন্ধ করতেন না।

এই যুগধর্ম ও তা পালনের জন্য কর্তব্য যে গ্রন্থ বা শাস্ত্রে লেখা তাকে তাকে বলা হয় স্মৃতি। যা শাশ্বত তা শ্রুতি, যা পরিবর্তনশীল তা স্মৃতি। তাই বেদ এক। কিন্তু স্মৃতি অনেক। স্মৃতিকে সংহিতাও বলা হয়। মনু স্মৃতি, যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি, দেবল স্মৃতি, পরাশর সংহিতা প্রভৃতি। সমাজে চলার নিয়মকানুন এই স্মৃতিতে বলা হয়। সহজ করে বললে do-s and don't-s ও বলা যায়। এগুলি শাশ্বত নয়, অপরিবর্তনীয় নয়। কালের ব্যবধানে পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়। তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এইসব নিয়মকানুন পরিবর্তন করা হয় এবং তা করেন ঋষিরা। ঋষি মানে জ্ঞানী, অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন ও সমাজের কল্যাণকামী।

এইবার ফিরে আসি সন্ন্যাস, সন্ন্যাসী ও গৈরিক বসনের কথায়। এগুলি বা এগুলির প্রতি শ্রদ্ধা কি শাশ্বত না যুগসাপেক্ষ? প্রথমতঃ, সন্ন্যাসের ধারণাই তো কতটা পাল্টে গিয়েছে। প্রথমে সন্ন্যাস বলতে বোঝাতো ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য ও বাণপ্রস্থ—এই তিনটি পর্ব বা আশ্রম সমাপ্ত করে সংসার ভুলে, সমাজ ভুলে শুধু ভগবৎ সাধনায় লীন হওয়ার পর্বটির নাম ছিল সন্ন্যাস। আজকে তো আর সেই সন্ন্যাস নেই। আদি শংকরাচার্য্য থেকে স্বামী বিবেকানন্দ, প্রণবানন্দ পর্যন্ত সংসার না করেই সন্ন্যাসী। তাহলে সন্ন্যাসের ধারণা বা রূপটাকে কি করে শাশ্বত বলব? আর হিন্দু ধর্ম, দর্শন ও সমাজের বিশাল ভিত নির্মাণ করেছিলেন কিংবদন্তী স্বরূপ যেসব ঋষিরা, ব্যাস, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, অত্রি, অগস্ত্য, পুলস্ত্য, কাশ্যপ, পরাশর, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি তাঁরা তো কেউ অ-সংসারী ছিলেন না। গৃহী ছিলেন। তাঁরা গৈরিক বসন পরিধান করতেন কিনা তার কোন স্পষ্ট বর্ণনা পাওয়া যায় না। সৌভাগ্যক্রমে আমি গত বছরই নেপালে দামৌলি নামক স্থানে মহর্ষি বেদব্যাসের জন্মস্থান দেখে এসেছি। সেখানে তাঁর বেশ কিছু মূর্তি ও চিত্র আছে। তাতেও গেরুয়া বস্ত্র নেই। তারপর সন্ন্যাসের ধারণারও কত পরিবর্তন হয়েছে। আগে ঋষিদের আশ্রম থাকত। সন্ন্যাসীদের নয়। সন্ন্যাসীকে সবসময় পরিব্রাজনশীল হতে হত। তিন রাত্রি একস্থানে কাটানো নিষেধ ছিল, ভিক্ষা ছাড়া অন্নগ্রহণ নিষেধ ছিল, নারীর মুখদর্শন নিষেধ ছিল। এখন এসব কিছুই পাল্টে গিয়েছে। কতটা পাল্টে গিয়েছে বিশদে জানলে অবাক হতে হয়। মাত্র ৬০-৭০ বছর আগেও হরিদ্বার, হৃষিকেশ ও বৃন্দাবনে সন্ন্যাসীরা রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীদের সঙ্গে এক পংক্তিতে ভোজন করতেন না। ওদেরকে বলতেন ভাঙ্গী সাধু। এখন তা পাল্টেছে।

সুতরাং দেখতে পাচ্ছি মহাকালের প্রভাবে সবকিছু পাল্টাচ্ছে। যা পাল্টাচ্ছে তা তো শাশ্বত হতে পারে না। তাই সাধু ও সন্ন্যাসীরা গৈরিক বসন কতদিন ধারণ করবেন সেটা তাঁরা ঠিক করবেন। কিন্তু গৈরিক বসনধারী দেখলেই শ্রদ্ধা করতে হবে ও প্রণাম করতে হবে—এটা আর চলবে কিনা তা আমরা ঠিক করব বর্তমান কাল ও পরিস্থিতি বিচার করে। গেরুয়া দেখলেই নত হওয়া—নাঃ, সে দিন শেষ। বড় ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে। অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে। এত ক্ষতির বোঝা আমাদের হিন্দু সমাজ আর বইতে পারবে না। ভেঙে পড়বে।

গেরুয়া বসনধারী যে সন্ন্যাসীকে সাধারণ সমাজ ধর্মের প্রতীক, ত্যাগের প্রতীক, পবিত্রতার প্রতীক বলে মনে করে, আধ্যাত্মিক সাধনা সমৃদ্ধ বলে মনে করে। তা কি আর আছে? আজ বাস্তব অবস্থাটা কী?

এ বিষয়ে সকলেরই কম বেশি অভিজ্ঞতা আছে। আমি একটি অভিজ্ঞতা এখানে তুলে ধরতে চাই, নাম গোপন না করে।

সকলেই জানেন দক্ষিণ ২৪ পরগণা একটি বড় জেলা। মুসলিম জনসংখ্যা ৩৫ শতাংশ পার হয়ে গিয়েছে। সিপিএম আমলে আমি ছোট ছোট বাচ্চাদের জিজ্ঞাসা করে দেখেছি, তারা জানে এই জেলার সবথেকে নাম করা ব্যক্তি মগরাহাটের গুণ্ডা সেলিম। এই জেলায় মুসলমানের অত্যাচারে হিন্দু গ্রাম ছাড়ত, ধনী হিন্দুরা নিয়মিত মুসলিম গুণ্ডাকে গুণ্ডা ট্যাক্স দিত, গরীবের বাড়িতে ডাকাতির নামে হিন্দু মেয়ে-বৌকে ধর্ষণ করা হত, যখন তখন খুন, ডাকাতি, লুট হত, হিন্দু যুবকদের পালা করে রাতে গ্রাম পাহারা দিতে হত। গঙ্গাসাগর দ্বীপের নিয়ন্ত্রণ মাত্র ১০ শতাংশ মুসলমানের হাতে চলে গিয়েছিল। এই জেলায় হিন্দুর উপর মুসলমানদের অত্যাচারের অসংখ্য কাহিনী আমার কাছে আছে। এককথায় হিন্দুর অস্তিত্ব বিপন্ন হতে বসেছিল। এখন পরিস্থিতি বেশ কিছুটা পাল্টেছে, ভাল হয়েছে।

এই জেলায় একটি বড় ও ঐতিহ্যমণ্ডিত স্থান জয়নগর। তার পাশেই নিমপীঠ। আগে অখ্যাত গ্রাম ছিল। এখন বিখ্যাত। কি করে? রামকৃষ্ণ মিশন থেকে মিশন ত্যাগ করে বের হয়ে আসা একজন অত্যন্ত কর্মঠ সন্ন্যাসী স্বামী সদানন্দজী এখানে একটি বিরাট সেবা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে বিশাল কর্মযজ্ঞ শুরু করেছেন। খুব সফলভাবে। দেশ বিদেশের সহায়তা ও সরকারী সহায়তার অভাব হয়নি। এখন কি নেই সেখানে? স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, ভোকেশনাল ট্রেনিং কেন্দ্র, কৃষি গবেষণা, বাজার, আরো কত কি? আশপাশের গ্রামাঞ্চলের হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সাধারণ মানুষ যেমন উপকৃত হয়েছে, তেমনি মুসলিম সন্ত্রাসগ্রস্ত ওই জেলায় হিন্দুরা একটু আশ্বাস পেয়েছে। গেরুয়াধারীদের এতবড় প্রতিষ্ঠান দেখে বুকে একটু বল পেয়েছে। কিন্তু পাঠক মনে রাখবেন, দেখে বল পেয়েছে। কাজে নয়। ওই নিমপীঠ ও তার আশপাশে বহু গ্রামে আমার ঘনিষ্ঠ মেলামেশা। একটা ঘটনা শুনুন।

পাশে একটি গ্রামে হিন্দু যুবকরা একটা মন্দির তৈরি করার উদ্যোগ নিয়েছে। নির্মাণ কাজ শুরুও হয়ে গিয়েছে। গরীব গ্রাম। অর্থের টানাটানি তো আছেই। তাই ছেলেরা একটা ফন্দি আঁটল। নিমপীঠ আশ্রমের তো অনেক টাকা। আশ্রমের মহারাজ ইচ্ছা করলেই কিছু অর্থ সাহায্য করতে পারেন। তারা ১০-১২ জন যুবক একদিন মহারাজের কাছে গেল। গিয়ে সোজাসুজি টাকা চাইল না। নিজেদের পরিচয় দিয়ে মহারাজকে অনুরোধ করল, মহারাজ আমাদের গ্রামে কোন মন্দির নেই। আমরা একটা মন্দির তৈরি শুরু করেছি। আপনি একদিন আমাদের গ্রামে এসে ওই নির্মীয়মান মন্দিরটা দেখে যান। তাদের মনের ইচ্ছা মহারাজ যদি ওই অসমাপ্ত মন্দিরটা দেখে কিছু অর্থ দান করেন। স্বামী সদানন্দ মহারাজ তাদের কথা শুনে বললেন, তোমাদের মন্দির দেখতে যাওয়ার কথা পরে ভাবব। তার আগে বল, তোমরা যে ১০-১২ জন ছেলে আমার কাছে এসেছ, তোমাদের মধ্যে কোন মুসলমান ছেলে আছে? প্রশ্ন শুনে ছেলেরা অবাক। তারা বলল, মহারাজ, এটা তো আমরা হিন্দুদের মন্দির করছি। এর মধ্যে মুসলিম ছেলে কেন আসবে? মহারাজ বললেন, তা আমি জানি না। কিন্তু গ্রামের যে কোন ব্যাপার নিয়ে যখন আমার কাছে আসবে, শুধু হিন্দু ছেলে আসবে না। কিছু মুসলমান ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে আসবে। না হলে আমার কাছে এস না।

সদানন্দ মহারাজের এই কথা শুনে গ্রামের ছেলেরা হতবাক হয়ে গেল। যেন বিদ্যুতের শক্ লাগল। যুবক ছেলে। তাদের বেশি ভক্তি নেই। মন্দিরটা তারা হিন্দুদের একটা মিলনস্থল হিসাবেই করছে। সবাই জানে মুসলমানদের মধ্যে একতা আছে, তাদের মসজিদ আছে। হিন্দুদেরও একটা মিলনস্থান দরকার। আরো খোসা ছাড়িয়ে বলি! ওই এলাকায় (কুখ্যাত লালপুর অঞ্চল) মুসলমানের অকথ্য অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য একটা কেন্দ্রস্থান চাই। তাই নিয়মিত একত্রিত হওয়ার জন্য ওই মন্দিরটা তারা গড়ছিল। মহারাজ দীর্ঘদিন ওই এলাকায় আছেন। সদানন্দ মহারাজের কি এই ধারণা ছিল না? আশপাশের এলাকার ধর্ষিতা হিন্দু নারীর আর্তনাদ কি তাঁর কানে আসেনি? লুণ্ঠিত হিন্দুর হাহাকার কি তাঁর কাছে পৌঁছায়নি? হিন্দু যুবকদের মধ্যে এই অত্যাচারের প্রতিরোধ করার একটা ক্ষত্রিয়সুলভ স্পৃহা কি তিনি অনুভব করতে পারেননি? তিনি পেরেছিলেন। সব বুঝতেন। সব জানতেন। তাও তাঁর এরকম ব্যবহার কেন? কারণ ওই বিশাল সম্পত্তি, সম্পত্তির মায়া, আর মুসলমানের ভয়। চূড়ান্ত মায়া, চূড়ান্ত মোহ আর চূড়ান্ত কাপুরুষতা! একবার স্মরণ করুন তো বিবেকানন্দের সেই বীর বাণী, বজ্র নির্ঘোষ। তাঁরই প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশনে দীক্ষিত এই সন্ন্যাসী সদানন্দ মহারাজ!

পাঠক, ভুল করবেন না। একজন সন্ন্যাসীকে নিশানা করা, ছোট করা আমার উদ্দেশ্য কখনই নয়। এই সদানন্দ মহারাজ তো একা নন। এরকম অনেক ঘটনা বলতে আমরা লোভ হচ্ছে। সারগাছি রামকৃষ্ণ মিশনের ঘটনা, ভারত সেবাশ্রম সংঘের গঙ্গাসাগর, ডায়মন্ডহারবার, দক্ষিণ বারাসাত, সোনাখালির ঘটনা। এসবই কাপুরুষতার ঘটনা। অন্য দিকগুলোও তো আছে। কত বড় বড় হিন্দু ধর্মগুরু আজ জেলে দেখতে পাচ্ছেন না? রামকৃষ্ণ মিশনের সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীদের দেখেননি সুপ্রীম কোর্টে গিয়ে নিজেদের অহিন্দু বলে ঘোষণা করতে? আপনারা হয়তো দেখনেনি, আমি দিল্লিতে দেখেছি নামকরা সন্ন্যাসীকে গাড়ির উপর লালবাতির পারমিশনের জন্য এমনকি আমাকেও তেল মারতে।

শেষাংশ ৪ পাতায়

৬ পাতার শেষাংশ

প্রথা ভাঙছি ঃ গৈরিক বসনের নতুন মূল্যায়ন

সন্ন্যাসীদের লোভ, লালসা, ধনীলোকের তুষ্টিকরণ, সম্পত্তির বিবাদে কোর্টে পড়ে থাকা। আপনি ভক্ত, শ্রদ্ধাবান মানুষ, তাই আপনি এসব না দেখে চোখ বুঁজে থাকতে পারেন। কিন্তু পারবেন আপনারই পরিবারের পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে সাধু সন্ন্যাসীদের প্রতি শ্রদ্ধা অটুট রাখতে? পারবেন না।

তাই আমার জীবনের ধ্রুবতারা শ্বেত বস্ত্রধারী পরম পূজনীয় শ্রীগুরুজী গোলওয়ালকর-এর নির্দেশ লঙ্ঘন করে আজ যুগধর্মের প্রয়োজনে আমি হিন্দু যুবসমাজকে আহ্বান জানাচ্ছি, গৈরিক বসনধারী দেখলেন আর নির্বিচারে শ্রদ্ধা ভক্তি প্রণাম করার প্রয়োজন নেই। যাচিয়ে নিয়ে তারপর শ্রদ্ধা কর, ভক্তি কর, প্রণিপাত কর। অযোগ্যকে করার দরকার নেই গেরুয়াধারী হলেও। বিবেকানন্দও তো তাঁর জগৎবরেণ্য গুরুর বিছানার নীচে টাকার কয়েন রেখে পরীক্ষা করে নিয়েছিলেন।

তাই গত প্রায় একবছর ধরে আমি আর সন্ন্যাসী দেখলেই পা ছুঁয়ে প্রণাম করি না। আগে করতাম। বিচার না করেই শুধু পরম্পরাকে শ্রদ্ধা করে করতাম। কিন্তু অনুভব করলাম যে সমাজের ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে। তাই আর নয়। হিন্দু ধর্মের এই সন্ন্যাসী প্রথা, রীতিনীতি, গৈরিক বসন ও তার প্রতি সমাজের শ্রদ্ধা—এ কোনটাই শাশ্বত নয়। এ সবই যুগসাপেক্ষ। সমাজের উপর এটা বোঝা হয়ে গেলে, এটা ক্ষতিকর হয়ে গেলেও আর ধরে রাখার দরকার নেই।

ত্যাগ, তপস্যা, সাধনা, সাহস, প্রেম, করুণা, বলিদানকে প্রণাম করুন। শুধু গৈরিক বসনকে নয়। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সাদা কাপড়েই এসব গুণের অধিকারী ছিলেন।

আসামের নগাঁও জেলার কামপুরে হিন্দু গৃহবধূকে গণধর্ষণ

আসামের নগাঁও জেলার কামপুরে এক হিন্দু গৃহবধূ মুসলিমদের নৃশংস অত্যাচারের শিকার হলো। গত ১৫ই মার্চ, বৃস্পতিবার প্রায় ৭-৮ জন মুসলিম মিলে ওই গৃহবধূকে ধর্ষণ করে তার স্বামীর সামনেই। ঘটনাটি ঘটে জেলার কামপুরের কাকতি গ্রামে। ঐদিন রাতে ওই মুসলিমরা ওই দম্পত্তিকে কলংপার এক্সপ্রেস থেকে নামিয়ে নেয়। এরপর কপিলী নদীর পাশে স্বামীকে একটি গাছে বেঁধে তার সামনেই স্ত্রীকে গণধর্ষণ করে ওই মুসলিমরা।

মহিলার স্বামী কম্পুর পুলিশকে জানিয়েছেন ট্রেনে করে শশুরবাড়িতে যাবার সময় ট্রেনে পরিচয় হয় মরজদ আলীর সঙ্গে। সে জাগিরোড স্টেশন থেকে ট্রেনে উঠেছিল। মরজগ কাকতিগ্রামে একটি জলসা আছে বলে জানায়। পরে সে আমাদের জবরদস্তি ট্রেন থেকে নামিয়ে নেয়। সেখানে থেকে আমাদের কপিলী নদীর পাশে নিয়ে যায়। ওখানে আরো বেশ কয়েকজন আগে থেকেই ছিল। ওরা আমাকে প্রচণ্ড মারধর করে গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখে। ওদের কাছে অনেক কাকুতি-মিনতি করলেও ওরা আমার স্ত্রীকে ছাড়েনি।

তবে এই ঘটনায় নগাঁও জেলা পুলিশ সক্রিয় এবং দোষীদের গ্রেপ্তার করেছে গত ১৭ই মার্চ। ধৃতরা হলো মরজদ আলী, এক্রামুল আলী, ফইজুল হক, হাবিবুর রহমান এবং চুলতান আলী। পুলিশ বাকিদের খোঁজ করছে বলে জেলার পুলিশ সুপার জানিয়েছেন।

হিন্দু নাবালিকাকে ফুঁসলিয়ে নিয়ে যাবার অভিযোগে গ্রেপ্তার মুসলিম গৃহশিক্ষক

মুসলিম গৃহশিক্ষকের কাছে পড়তে গিয়ে নিখোঁজ হয়ে যায় দুই হিন্দু নাবালিকা। এই ঘটনায় অভিযুক্ত গৃহশিক্ষক জামসেদ আলী লস্করকে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং থেকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল হাওড়া জেলার জয়পুর থানার পুলিশ। ঘটনাটি গত ২৬ শে ফেব্রুয়ারি, সোমবার ঘটে। ২৭শে ফেব্রুয়ারি, মঙ্গলবার ধৃতকে উলুবেড়িয়া কোর্টে তোলা হলে বিচারক জামসেদ আলী লস্করকে তিন দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত জামসেদ আলী লস্করের বাড়ি দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং-এ হলেও সে হাওড়া জেলার জয়পুরের মল্লিকপাড়ায় থাকত। ওই দুই নাবালিকা তার কাছে পড়তে যাবার সুবাদে তাদের কাছে প্রিয় হয়ে ওঠেন। আর সোমবার সকালে দুই নাবালিকা পড়তে গিয়ে আর বাড়ি ফেরেনি। এমনকি জামসেদ এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায়। এরপরেই নাবালিকার পরিবার অভিযুক্তের নামে জয়পুর থানায় অভিযোগ দায়ের করে। পুলিশ রাতেই ক্যানিং-এ তল্লাশি চালিয়ে জামশেদকে গ্রেপ্তার করে এবং দুই নাবালিকাকে তার বাড়ি থেকে উদ্ধার করে। পুলিশের সন্দেহ যে জামসেদ ওই দুই নাবালিকা পাচার করে দেবার ছক কষছিল।

লাভ জিহাদের শিকার বীরভূমের পুষ্পিতা কাহার, পুলিসি তৎপরতায় উদ্ধার

বীরভূমের আবার এক নাবালিকা লাভ জিহাদের শিকার। বীরভূমের সিউড়ি থানার অন্তর্গত বাড়ুইপুর গ্রামে গত ১১ই ফেব্রুয়ারি ২০১৮, রবিবার সন্ধ্যার সময় সবাই যখন নিজের নিজের কাজে ব্যস্ত, তখন বাড়ুইপুরের অজিত কাহার টিভি দেখতে ব্যস্ত ছিলেন। টিভি দেখতে দেখতে দেখলেন তার বড় কন্যা পুষ্পিতা কাহার (বয়স ১৭. নাম পরিবর্তিত) কে দেখা যাচ্ছে না। তিনি ভাবলেন আসে পাশে আছে হয়তো ঠিক চলে আসবে। প্রায় ৩০ মিনিট পেরিয়ে গেলেও বাড়িতে ফিরছে না দেখে অজিত কাহার তার মেয়ে পুষ্পিতা কাহারকে খোঁজাখুঁজি শুরু করে। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও কোন খোঁজ পাওয়া গেল না যখন, তখন বিশেষ সূত্রে অজিত কাহার জানতে পারে তার মেয়ে পুষ্পিতা কাহারকে সিউড়ির ১২ নাম্বার ওয়ার্ডের ছাপতলার শেখ জানে আলম (তুফান, পিতা জাকির) প্রলোভন দেখিয়ে নিয়ে পালিয়ে যায়। তারপর অজিত কাহার ও তার পরিবার ১২.০২.২০৮ তারিখে প্রশাসনের দ্বারস্থ হন। প্রশাসন থেকে তাদের মেয়েকে ফিরিয়ে দেবার আশ্বাস দেওয়া হয়। পরে গত ৭ই ফেব্রুয়ারি বুধবার পুলিশ লাভ জিহাদের শিকার হিন্দু নামালিকা পুষ্পিতাকে উদ্ধার করে এবং অভিযুক্ত জানে আলমকে গ্রেপ্তার করে। উদ্ধার হওয়া পুষ্পিতা এখন হোমে রয়েছে। আর অভিযুক্ত জানে আলম বর্তমানে জেল হেফাজতে রয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে পুষ্পিতা এবছরের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী।

বর্ধমানে বোমাসহ গ্রেপ্তার শেখ আকাশ

বোমা সহ শেখ আকাশ নামে এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে বর্ধমান থানার পুলিস। কেশবগঞ্জচটি এলাকায় তার বাড়ি। পুলিস জানিয়েছে, গত ১৬ই মার্চ, শুক্রবার রাতে সদরঘাটের দিক থেকে একটি নাইলনের থলি নিয়ে আসছিল আকাশ। তেলিপুকুর আন্ডারপাসের কাছে তাকে ধরা হয়। তল্লাশিতে তার কাছে থাকা নাইলনের ব্যাগ থেকে দু'টি তাজা বোমা উদ্ধার হয়। গতকাল ১৭ই মার্চ ধৃতকে বর্ধমান আদালতে পেশ করা হয়। ধৃতকে তিনদিন পুলিসি হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেন ভারপ্রাপ্ত বিচারক সোমনাথ দাস।

ঠাকুরনগরে বারুনীস্নানে আগত মতুয়া ভক্তদের জন্যে জলসত্র হিন্দু সংহতির

গত কয়েকদিন ধরে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার ঠাকুরনগরে মতুয়া মহাতীর্থে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অগণিত ভক্ত বারুনীস্নানে আসছেন। এই বছরে প্রায় তিরিশ লক্ষ ভক্ত সমাগম হতে পারে ঠাকুরনগরে। দূর দূরান্ত থেকে আসা সেই ভক্তদের কথা মাথায় রেখে এই বছর মেলায় হিন্দু সংহতির তরফ থেকে মেলার শুরুর দিন থেকে জলসত্রের আয়োজন করা হয়েছে। হিন্দু সংহতির আয়োজিত জলসত্রে প্রচুর হরিভক্ত আসছেন এবং জলসেবন করছেন। গত ১৫ই মার্চ এই জলসত্রে উপস্থিত ছিলেন হিন্দু সংহতির সর্বভারতীয় সভাপতি শ্রী দেবতনু ভট্টাচার্য মহাশয়। তিনি নিজহাতে আগত হরিভক্তদের জল ও অন্যান্য খাদ্যসামগ্রী তুলে দেন। বারুনীস্নানে আগত হরিভক্তরা হিন্দু সংহতির এই উদ্যোগকে দুহাত তুলে সাধুবাদ জানিয়েছেন।

মুর্শিদাবাদে আগ্নেয়াস্ত্র কারবারি সামারুল মণ্ডল গ্রেপ্তার

ফের মুর্শিদাবাদ জেলা পুলিশের জালে ধরা পড়ল এক অস্ত্র কারবারি। গত ১৯শে মার্চ, সোমবার গভীর রাতে ইসলামপুর থানার নেতাজিপার্ক এলাকা থেকে সামারুল মণ্ডল নামে এক কারবারিকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃত বেআইনি অস্ত্র কারবারের 'ডিলার' বলে পুলিশ দাবি করেছে। সব্জি ভর্তি ব্যাগে ধৃত অস্ত্রগুলি এনেছিল। সাতদিনে এনিয়ে দু'জন অস্ত্র কারবারিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতদের কাছ থেকে ন'টি পিস্তর, ১১টি ম্যাগজিন ও ৩৯ রাউন্ড গুলি উদ্ধার করা হয়েছে। মালদহ ও মুঙ্গের থেকে ওই সব অস্ত্র আসছে।

বিভিন্ন সময় ধৃত অস্ত্র কারবারিদের কাছ থেকে সামারুলের নাম জানতে পারে পুলিশ। সেই মতো সোমবার রাতে ইসলামপুর থানার নেতাজিপার্ক এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতের বাড়ি হরিহরপাড়া থানার তুলসিপুরে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতের সঙ্গে থাকা সব্জির ব্যাগে তল্লাশি চালিয়ে ছ'টি সেভেন এমএম পিস্তল, ১১টি ম্যাগজিন ও ১৭ রাউন্ডগুলি মিলেছে। পিস্তলগুলির দাম ১৭-১৮ হাজার টাকা। ধৃত কারবারি ইসলামপুরে কোনও ব্যক্তির কাছে সেগুলি বিক্রি করতে এসেছিল। স্থানীয় কোনও এজেন্টের মাধ্যমে সে মুঙ্গের থেকে আগ্নেয়াস্ত্রগুলি এখানে এনেছিল।

জেলার পুলিশ সুপার মুকেশ কুমার বলেন, প্রায় এক মাস ধরে ট্র্যাক করার পর সামারুলকে গ্রেপ্তার করা হল। ধৃত এই কারবারের ডিলার। ধৃতের বাড়িতেও তল্লাশি চালানো হয়েছে।

আসামের করিমগঞ্জে হিন্দু কলেজ ছাত্রীকে অপহরণ, উদ্ধার করতে ব্যর্থ পুলিশ

গত ১১ই মার্চ আসামের করিমগঞ্জ শহর থেকে এক হিন্দু কলেজ ছাত্রীকে পরিকল্পিতভাবে অপহরণ করা হয়েছে। ওই ছাত্রীটির বাড়ি করিমগঞ্জের বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী বটরশি গ্রামে। ওই ছাত্রীটি স্থানীয় রবীন্দ্রসদন কলেজের স্নাতকস্তরের তৃতীয় বর্ষে পড়াশুনা করত। মেয়েটিকে তিন দিন আগে তার সহপাঠী বান্ধবীর সহযোগিতায় অতি কৌশলে ৩ জন মুসলিম যুবক একটি গাড়িতে করে নিয়ে যায়। মেয়েটি অপহরণের বিষয়টি আঁচ করতে পেরে চিৎকার করেছিল। এরপরেই মেয়েটির বান্ধবীকে পুলিশ ডেকে এনে জিজ্ঞাসাবাদ করে এই ঘটনার পরেই স্থানীয় মুসলিম ব্যক্তি অপহৃত হিন্দু মেয়েটির বাড়িতে গিয়ে অভিভাবকদের হুমকিও দেয়।

মেয়েটি হিন্দু সম্প্রদায়ের হওয়ায় বিষয়টি যথেষ্ট উত্তেজনার সৃষ্টি করে। অপহৃত মেয়েটির পরিবারের আশঙ্কা মেয়েটিকে বাংলাদেশে পাচার করা হয়েছে। কোন মানব পাচার চক্র এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত। পুলিশ অপহরণ চক্রের একজনকে চিহ্নিত করেছে। জানা গেছে তার নাম মেহেবুব। তবে রাজনৈতিক চাপ পুলিশের উপর পড়ায় অপহৃত মেয়েটিকে উদ্ধার করার কোন চেষ্টা হচ্ছে না। তবে অপহরণের ঘটনার পর ১০ দিন পেরিয়ে যাওয়ায় ছাত্রীটি উদ্ধার না হওয়ায় রবীন্দ্রসদন কলেজের ছাত্রছাত্রীরা যথেষ্ট ক্ষুব্ধ। তারা গতকাল করিমগঞ্জ শহরে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করে এবং অপহৃত হিন্দু কলেজ ছাত্রীকে অনতিলম্বে উদ্ধার করার দাবি জানায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কয়েকদিন আগে করিমগঞ্জ শহরের লঙ্গাই রোড থেকে দুজন কিশোরীকে অপহরণ করা হয়েছিল। পরে তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়।

ক্যানিং-এ বোমা বাঁধতে গিয়ে জখম ও মুসলিম দুষ্কৃতি, পরে গ্রেপ্তার পুলিশের হাতে

দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত ক্যানিং মহকুমা। আর এই মহকুমার বিভিন্ন এলাকা প্রায়দিনই খবরের শিরোনামে থাকে বোমা গুলির লড়াইয়ের জন্যে। এবার সেই ক্যানিং-এর ইটখোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রত্যন্ত গ্রাম গড়খালিতে বোমা বাঁধতে গিয়ে বিস্ফোরণে জখম হলো চার জন মুসলিম দুষ্কৃতি। স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে যে গত ২০ শে মার্চ, মঙ্গলবার রাতে ওই গড়খালি গ্রামে গোপনে বোমা বানানো চলছিল। কিন্তু আচমকাই বিস্ফোরণ হয়। বিস্ফোরণের তীব্রতা এতটা ছিল যে বিস্ফোরণের আওয়াজে কেঁপে ওঠে গোটা গ্রাম। গড়খালির ছেলে মুজাফফর নাইয়া গুরুতর জখম হয়েছে। তাঁর একটি হাত উড়ে গিয়েছে। মুজাফফরের মতো গুরুতর না-হলেও জখম হয়েছে আরও তিন। সবাই গ্রামের মাঠে বসে বোমা বাঁধছিল। বিস্ফোরণের পরেই রক্তাক্ত অবস্থায় কোনওমতে এলাকা ছেড়ে পালায় সকলে। বারুইপুর থানার পুলিশ মুজাফফরকে রক্তাক্ত অবস্থায় ঘোলা বাজার থেকে ধরে ফেলে। মুজফফরের সঙ্গে ধরা পড়ে শফিক জমাদার ও মজিবর মণ্ডল। বারুইপুর থানার পুলিশ তিন জনকেই পরে ক্যানিং থানার হাতে তুলে দেয়। গ্রামের মানুষের বক্তব্য, পঞ্চায়েতের ভোটের জন্যে বোমা বানানোর কথা বললেও এই বোমা বানানোর পিছনে অন্য কোনো কারণ আছে কিনা, সেটা তদন্ত করে দেখছে ক্যানিং থানার পুলিশ।

দলে দলে রোহিঙ্গা এসে আশ্রয় নিচ্ছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুরে

গতকাল ১৩ই মার্চ, মঙ্গলবার গভীর রাতে বাংলাদেশের কক্সবাজার থেকে আরও ৮০ জন রোহিঙ্গা এসে পৌঁছেছেন বারুইপুরে। এর আগেও রোহিঙ্গরা নদীপথে সীমান্ত পেরিয়ে তিন দফায় এসে ঘাঁটি গেড়েছেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুরের হাড়দহ গ্রামে। কলকাতা থেকে ৫০ কিমি দূরে সেখানে অস্থায়ী শিবির খুলে তাঁদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করছে 'দেশ বাঁচাও সামাজিক কমিটি' নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা।

প্রসঙ্গত, মায়ানমারের রাখাইন প্রদেশ থেকে বিতাড়িত রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুদের নিয়ে দিল্লির নীতি হল, ধরো এবং সীমান্তের ওপারে পাঠাও।

বারুইপুর এলাকায় গিয়ে পাওয়া খবর অনুয়ায়ী, বাংলাদেশ থেকে জলপথে সন্দেশখালি হয়ে রোহিঙ্গাদের এ রাজ্যে প্রবেশ করানো হচ্ছে। গত ১৮ ডিসেম্বর টেকনাফ থেকে হাড়দহের শিবিরে প্রথম দফায় ২৯ জন রোহিঙ্গাকে আনা হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে গত ৩ ফেব্রুয়ারি ২২ জন এসেছেন। তৃতীয় পর্যায়ে ৫৩ জন এসেছেন গত ১৭ ফেব্রুয়ারি। ১০ মার্চ পাঁচজন এসেছেন। আর সবচেয়ে বড় দলটি এসেছে মঙ্গলবার রাতে।

যা শুনে দক্ষিণ ২৪পরগনার জেলাশাসক ওয়াই রত্নাকর রাও বলেন, ''বিষয়টি খোঁজ নিচ্ছি। পুলিশ সুপারকে রিপোর্ট দিতে বলেছি।'' কী ভাবে সীমান্ত টপকে আসছেন রোহিঙ্গারা? বিএসএফের দক্ষিণবঙ্গের আইজি অঞ্জনইয়েলু বলেন, ''আমরা সতর্ক আছি। সীমান্ত টপকালে আমরা তা খোঁজখবর করছি।'' এর আগেও ২০ জন রোহিঙ্গা ধরা পড়ার পর তাঁদের পুশব্যাক করা হয়েছে বলে বিএসএফ সূত্রের দাবি। যদিও ওই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সম্পাদক হোসেন গাজি জানিয়েছেন, ''কক্সবাজারের টেকনাফের রোহিঙ্গা শিবিরে আমাদের অফিস রয়েছে। সেখান থেকেই মায়ানমার থেকে বিতাড়িত রোহিঙ্গাদের এখানে আনা হচ্ছে।

টিন, বাঁশের ছাউনি দিয়ে আপাতত থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। উদ্বাস্তুদের মধ্যে মহিলা ও শিশুর সংখ্যা বেশি। ২২টি পরিবারের ১০৯ জনের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। যাঁরা আসবেন তাঁদেরও করা হবে।''

কিন্তু এত টাকা-পয়সা আসছে কোথা থেকে? হাড়দহ শিবিরের পরিচালক হোসেন গাজির কথায়, ''৪০টির বেশি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা একজোট হয়ে এই বড় দায়িত্ব কাঁধে নিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছেও সাহায্যের আবেদন জানানো হয়েছে।'' তবে স্থানীয় প্রশাসনের কর্তারা রোহিঙ্গা প্রশ্নে কিছুটা দূরত্ব বজায় রাখছেন। বারুইপুর ব্লকের বিডিও সৌম্য ঘোষের কথায়, ''স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার উদ্যোগে রোহিঙ্গারা বারুইপুরের শিবিরে মাস তিনেক আগে এসেছেন বলে শুনেছি। ওঁদের বিষয়টি খোঁজ নেওয়া হচ্ছে।'' স্থানীয় তৃণমূল বিধায়ক নির্মলচন্দ্র মণ্ডলের কথায়, '' 'হাড়দহে রোহিঙ্গারা এসেছে, শুনেছি। এর বেশি কিছু জানি না।'' হাড়দহের শিবির দেখে শতাধিক রোহিঙ্গার দেখা মিললেও পুলিশের হিসেবে আশ্রয় নেওয়া রোহিঙ্গা সংখ্যা মাত্র ২৬ জন।'' বারুইপুরে আশ্রয় নেওয়া রোহিঙ্গাদের কাছে 'ইউনাইউটেড নেশনস হাই কমিশনার ফর রিফিউজিস' স্বীকৃত একটি পরিচয়পত্র রয়েছে। বারুইপুরের এসডিপিও-র কথায়, ''হাড়দহে আশ্রয় নেওয়া রোহিঙ্গাদের পরিচয়পত্র আসল কিনা তা খতিয়ে দেখতে দিল্লির অফিসে ওই পরিচয়পত্রে নমুনা পাঠানো হয়েছে।''

আসামের শিলচরের হিন্দু সংহতি কর্মীর বাড়িতে ভাঙচুর, পাল্টা প্রতিরোধ কর্মীদের

গত ১২ই মার্চ, সোমবার বিকেলে আসামের শিলচরের দুর্গাপল্লীর হিন্দু সংহতির একনিষ্ঠ কর্মী লতু দাসের বাড়িতে ভাঙচুর চালায় একদল মুসলিম জনতা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে লতু দাসের সঙ্গে স্থানীয় মুসলিম সলমন মিয়াঁরপুরোনো বিবাদ ছিল। আর তার সুযোগ নিয়ে সলমন একদল মুসলিমকে নিয়ে সোমবার বিকেলে হঠাৎ করে লতু দাসের বাড়িতে আক্রমণ করে। এই আক্রমণ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা লতুবাবুর ছিল না। মুসলিমরা তার বাড়ির চারপাশে থাকা টিনের দেওয়াল ভেঙে দেয়। তার বাড়ির টিনের দেওয়াল ভেঙে দেয় এবং জিনিসপত্র ভাঙচুর করে ফেলে দেয়। ঘটনার খবর আশেপাসে হিন্দু সংহতির কর্মীদের কাছে পৌঁছে যায়। দুই পক্ষ লাঠি নিয়ে একে ওপরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং ইঁট ছোঁড়াছুড়ি শুরু হয়ে যায়। আর তাতে তিনজন হিন্দু এবং পাঁচজন মুসলমান আহত হয়। পরে ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ আসে এবং লতু দাস এবং সলমন মিয়াঁকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে যায়। পরেরদিন অর্থাৎ ১৩ই মার্চ পুলিশ দুজনকে কোর্টে তুললে বিচারক দুজনকে সাতদিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন।

নিকাহ হালালর বিরুদ্ধে লড়ছেন জঙ্গিপুরের নাসিমা বেগম

মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গিপুরের রঞ্জিতপুর গ্রাম। আর সেই গ্রামের বছর আটত্রিশের সাধা-মাটা মুসলিম গৃহবধূ নাসিমা বেগম। নাসিমা বেগমের দুই ছেলে-মেয়ে। ছেলে চোদ্দ বছরের আর মেয়ের বয়স বারো বছর। গত বছর একদিন ঝগড়া হয় নাসিমা ও তার স্বামী রবিউলের। আর সেই ঝগড়ার সময় রাগের মাথায় তিন তালাক বলে দেন রবিউল। সেই সময় নাসিমা বাড়ি ভিতরে ছিলেন এবং তিনি নিজের কানে তা শোনেনি। পরে তিনি বাপের বাড়িতে চলে আসেন। কিন্তু ছেলে-মেয়ের মুখ চেয়ে এখন স্বামীর সঙ্গে ঘর করতে চান। কিন্তু বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে ধর্মান্ধ মোল্লা-মাওলানারা। তারা শরিয়তি মেনে নিকাহ হালালা করার কথা বলেছেন। না করলে তাদের দুইজনকে গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দেবার হুমকিও দিয়েছেন তারা। রবিউল

এই প্রস্তাবে রাজি হলেও রাজি নন নাসিমা। একাদশ শ্রেণী পর্যন্ত পড়া নাসিমা জানেন খবরের কাগজ পড়তে। তিনি জানেন যে সুপ্রিম কোর্টের রায়ে তিন তালাক দেওয়া নিষিদ্ধ। তবু গ্রামের মোল্লা-মাওলানারা কোনো কথা শুনতে রাজি নয়। তাদের বক্তব্য শরীয়তের নিয়ম মানতে হবে নাসিমাকে। কারণ শরীয়ত স্বয়ং আল্লার আইন। আর এই আইন পরিবর্তন করার অধিকার নেই সুপ্রিম কোর্টের। কিন্তু নামিসা দৃঢ়ভাবে জানিয়েছেন যে ধর্মীয় নিয়মের জন্যে তিনি ধর্ষিতা হতে পারবেন না। তাই তিনি আইনি লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

বাঁকুড়া শহরে ছিন্নমস্তা মন্দিরের লক্ষাধিক টাকার গয়না চুরি, প্রতিবাদে রাস্তা অবরোধ হিন্দু জনতার

গত ২০শে মার্চ, মঙ্গলবার গভীর রাতে বাঁকুড়া শহরের সতীঘাটের ছিন্নমস্তা মন্দিরে দুষ্কৃতিরা হানা দেয়। দেবী প্রতিমার লক্ষাধিক টাকার গয়না ও প্রণামী বাক্স নিয়ে তারা চম্পট দেয়। ঘটনার খবর পেয়ে গতকাল ২১ শে মার্চ, বুধবার স্থানীয় বাসিন্দারা বেশ কিছুক্ষণ বাঁকুড়া-দুর্গাপুর বাইপাস রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান। উত্তেজিত জনতা রাস্তায় টায়ার পুড়িয়ে ঘটনার প্রতিবাদ জানান। পরে পুলিশ ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বমাল সমেত দুষ্কৃতিদের গ্রেপ্তারের প্রতিশ্রুতি দিলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। এদিকে, পর পর চুরির ঘটনা ঘটলেও পুলিশ কিনারা করতে না পারায় বাসিন্দাদের মধ্যে ক্ষোভ ছড়িয়েছে। ছিন্নমস্তা মন্দিরের পিছনে রাতভর 'সিভিক ভলান্টিয়ার' মোতায়েন থাকে। শহর এবং জাতীয় সড়ক পাহারার দায়িত্বে থাকা বাঁকুড়া সদর থানার টহলদারি ভ্যান ওই পথে যাতায়াত করে। তা সত্ত্বেও কেন চুরির ঘটনা আটকানো গেল না তো নিয়ে শহরবাসী প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছে। ছিন্নমস্তা পুজো কমিটির সাধারণ সম্পাদক কাঞ্চনকুমার মিশ্র বলেন, মেন রাস্তার দিকে থাকা মন্দিরের কোলাপসিবল গেটের তালা ভেঙে দুষ্কৃতিরা ভিতরে ঢোকে। তারা মন্দিরের মোট ৭টি তালা ভেঙেছিল। এক কেজি ওজনের রূপোর খড়্গ এবং ৬০০ গ্রাম ওজনের মুকুট সহ লক্ষাধিক টাকার গয়না ও প্রণামী বাক্স নিয়ে চোরেরা চম্পট দিয়েছে। মনিচর পরিষ্কারের দায়িত্বে থাকা এক ব্যক্তি এদিন ভোরে চুরির বিষয়টি প্রথম লক্ষ্য করেন। থানায় লিখিত অভিযোগ জানিয়েছে।

বাঁকুড়া পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান তথা পুজো কমিটির সভাপতি শান্তি সিংহ বলেন, মন্দির লাগোয়া একটি বৈদ্যুতিক খুঁটিতে পুলিশের সিসিটিভি ক্যামেরা রয়েছে। ওই ক্যামেরার ফুটেজে কয়েকজনকে দেখা গিয়েছে। তিনি দ্রুত দুষ্কৃতিদের গ্রেপ্তার করার দাবি জানিয়েছেন।

স্ত্রী-এর সাথে পরকীয়া, খোকন মোল্লাকে খুন করে শাস্তি দিলো সত্য অধিকারী

বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলী-২ ব্লকের মুকসিমপাড়া পঞ্চায়েতের কেশববাটী গ্রামের বাসিন্দা খোকন মোল্লা (২৭) বছর তিনেক ধরে পাটুলি থেকে মহাদেবপুর রুটে অটো চালাতেন। স্থানীয় সূত্রের দাবি, উত্তর শ্রীরামপুরের বাসিন্দা সত্য অধিকারীর স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা তৈরি হয়। তিন ছেলেমেয়েকে নিয়ে বাড়িও ছাড়েন ওই মহিলা। এলাকাবাসীর দাবি, তাঁদের নদিয়ার বেথুয়াডহরিতে একটি ভাড়া বাড়িতে রাখেন খোকন। তারপর থেকেই বছর পঁয়ত্রিশের সত্যর সঙ্গে খোকনের বিবাদ চলছিল।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ন'মাথা মোড়ের আশপাশে সত্য কখনও আখ, কখনও ডাব বিক্রি করে। এ দিন সে রাস্তার পাশে ডাব বিক্রি করছিল। সঙ্গে ছিল ধারাল হাঁসুয়া। এই রাস্তা দিয়ে প্রতিদিন অটো চালিয়ে যাতায়াত করতেন খোকন। এ দিন সকাল ৯টা নাগাদ খোকন অটো যাত্রী নিয়ে ন'মাথার মোড়ে পৌঁছয়। অভিযোগ, তার পরেই সত্য দ্রুত অটোর কাছে গিয়ে কিছু বুঝে ওঠার আগে হাঁসুয়া দিয়ে খোকনের গলায় কোপ মারে। আশপাশের লোকজন দ্রুত খোকনকে কাটোয়া হাসপাতালে নিয়ে গেলেও সেখানে সিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

ফলতায় লতাউর মোল্লার নেতৃত্বে হিন্দুদের দোকান ভাঙচুর ও লুঠ

গত 24শে ফেব্রুয়ারি, শনিবার বেলা ১০-৩০ নাগাদ, দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার ফলতা থানার অন্তর্ভুক্ত মল্লিকপুর হাটে তৃণমূলের অঞ্চল নেতা, লতাউল মোল্লা-র নেতৃত্বে কয়েকশো মুসলমান জেহাদি হাতে লাঠি, সোর্ড নিয়ে বাজারে থাকা দীপক কুমার পুরকাইত, অজিত দে, শ্যামলাল চক্রবর্তী সহ অন্যান্য হিন্দুদের দোকানগুলি ভেঙে লুটপাট চালায়।

তাদের দাবি ওই দোকানগুলো ভেঙে রাস্তা আরো চওড়া করতে হবে। যদিও ১২ফুট রাস্তার পাশে গত পঞ্চাশবছর ধরে থাকা ওই দোকানঘরগুলি সব নিজস্ব জায়গা এবং সেগুলি ভাঙবার কোনো সরকারি নির্দেশ নেই।

পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনা স্থলে আসে কিন্তু পুলিশের নাকের ডগায় ধ্বংস যজ্ঞ চলে। ফলতা থানার ওসি কৌশিক কুণ্ডু তার কনস্টেবল দের নিয়ে অসহায় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। দোকানদাররা প্রাণভয়ে যে যার দোকান খোলা রেখে পালায়। পুলিশের সামনেই কয়েকজন দোকানদার বেধড়ক মার খায়।

স্থানীয় মানুষরা হিন্দু সংহতির প্রতিনিধিকে জানিয়েছেন যে তৃণমূল নেতা লতাউল মোল্লা আসলে একজন হিন্দুবিরোদী জিহাদি মানসিকতার লোক। এই লতাউল মোল্লা শাসকদল তৃণমূলের ক্ষমতাকে ব্যবহার করে এলাকার হিন্দুদেরকে উচ্ছেদ করতে চাইছে। সব জেনে শুনেও জেলার নেতারা এই হিন্দুবিরোধী নেতার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়নি।

এখনো পর্যন্ত লতাউল মোল্লা সমেত কোন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে পুলিশ কোনো ব্যাবস্থা নেয় নি। এই ঘটনা কিছুদিন আগে হলেও সেক্যুলারিজম-এর চশমা পড়া মিডিয়া তা প্রকাশ করেনি। তাই রাজ্যের মানুষকে জানানোর জন্যে হিন্দু সংহতি এই ঘটনাকে প্রকাশ করলো।

আগ্নেয়াস্ত্র সহ বাইক পাচার চক্রের পাণ্ডা ধৃত

শিলিগুড়িতে আগ্নেয়াস্ত্রসহ এক মোটর বাইক পাচার পাণ্ডাকে গ্রেপ্তার করেছে ভক্তিনগর থানার পুলিশ। ধৃতের নাম আইনুল হক। তার বাড়ি উত্তর দিনাজপুরের চোপড়ার চুরাখাওয়ায়। ধৃতের কাছ থেকে চারটি মোটর বাইক, একটি দেশি পিস্তল তিন রাউন্ড গুলি উদ্ধার হয়েছে। মঙ্গলবার শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের ডেপুটি পুলিশ কমিশনার (পূর্ব) গৌরব লাল সাংবাদিক বৈঠক করে বলেন, পুরানো মামলায় খুঁজতে গিয়ে গত ১১ মার্চ, রবিবার ভক্তিনগর থানা এলাকা থেকে ধরা হয় আইনুলকে। তার কাছ থেকে দেশি পিস্তল ও গুলি পাওয়া যায়। হেফাজতে নিয়ে জানা যায় ধৃত মোটর বাইক চুরির সঙ্গে যুক্ত। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে চোপড়া থেকে চারটি মোটর বাইক উদ্ধার হয়। ওই বাইকগুলি শিলিগুড়ি থেকে চুরি হয়েছিল।

দেশ-বিদেশের খবর

হিন্দু মন্দির ভেঙে তৈরি করা মসজিদগুলি হিন্দুদের ফিরিয়ে দেবার দাবি তুললেন শিয়া ওয়াকফ বোর্ডের প্রধান

উত্তরপ্রদেশ শিয়া ওয়াকফ বোর্ডের চেয়ারম্যান ওয়াসিম রিজভি অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডকে চিঠি লিখে হিন্দুদের মন্দির ভেঙে বানানো মসজিদগুলিকে ফেরত দেওয়ার কথা বললেন। তিনি গত ২৭শে ফেব্রুয়ারি, মঙ্গলবার অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডকে ওই চিঠি দেন। ওই চিঠিতে উনি অযোধ্যায় বাবরি মসজি সমেত আরও ৯টি মন্দিরের নাম নেন। তিনি ওই মসজিদগুলি কত সালে, এবং কোন শাসক কোন মন্দির ভেঙে নির্মাণ করেছিলেন তার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েচেন। এই তালিকায় পশ্চিমবঙ্গের পান্ডুয়ার আদিনা মসজিদের নাম আছে। ওয়াসিম রিজভি যে মসজিদগুলোর তালিকা দিয়েছেন তা একবার দেখে নেওয়া যাক—

১। শ্রী রাম মন্দির, অযোধ্যা (উত্তরপ্রদেশ) ঃ ইংরেজি ১৫২৮ খ্রিষ্টাব্দে মুঘল শাসক বাবরের সেনাপতি মীর বাঁকি ওখানে থাকা রাম মন্দির এবং আরো বেশ কয়েকটি পুরোনো মন্দির ভেঙে মসজিদ বানান। পরে ওই মসজিদ বাবরি মসজিদ নাম পরিচিত।

২। কেশব দেব মন্দির, মথুরা (উত্তরপ্রদেশ) ঃ ইংরেজি ১৬৭০ সালে ঔরঙ্গজেব কেশব দেব মন্দির ভেঙে গুঁড়িয়ে দেন এবং ওই স্থানে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন।

৩। অটালা দেব মন্দির, জৈনপুর (উত্তর প্রদেশ) ঃ ১৩৭৭ খ্রিস্টাব্দে ফিরোজ শাহ তুঘলক জৈনপুরের হিন্দু মন্দির অটালাদেব মন্দির ধ্বংস করেন এবং ওই স্থানে একটি মসজিদের নির্মাণ করেন, যা বর্তমানে অটালা মসজিদ নামে পরিচিত।

৪। কাশী বিশ্বনাথ মন্দির, বারাণসী (উত্তর প্রদেশ) ঃ মুঘল শাসক ঔরংজেব ১৬৬৯ খ্রিস্টাব্দে বারাণসীর কাশী বিশ্বনাথ মন্দির ধ্বংস করেন এবং ওই স্থানে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন, যা বর্তমানে জ্ঞানব্যাপী মসজিদ নামে পরিচিত।

৫। রুদ্রা মহালয়া মন্দির, বটনা জেলা (গুজরাট) ঃ গুজরাটের এই মন্দির ১৪১০ খ্রিস্টাব্দে আলাউদ্দিন খিলজি ধ্বংস করেন এবং ওই স্থানে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন, যা বর্তমানে জামে মসজিদ নামে পরিচিত।

৬। ভদ্রকালী মন্দির, আহমেদাবাদ, (গুজরাট) ঃ গুজরাটের এই মন্দির এবং এর পাশে থাকা একটি জৈন মন্দিরকে ১৫৫২ খ্রিস্টাব্দে আহমেদ শাহ ধ্বংস করেন এবং ওই স্থানে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন, যা বর্তমানে আহমেদাবাদ জামে মসজিদ নামে পরিচিত।

৭। আদিনা মসজিদ, পাণ্ডুয়া (পশ্চিমবঙ্গ) ঃ পশ্চিমবঙ্গের আদিনাথের মন্দির এবং এর পাশের বৌদ্ধ মন্দির সিকান্দার শাহ ১৩৭৩ খ্রিস্টাব্দে মন্দির ভেঙে ওটাকে মসজিদে রূপান্তরিত করেন, যা বর্তমানে আদিনা মসজিদ নামে পরিচিত।

৮। বিজয়া মন্দির, বিদিশা (মধ্য প্রদেশ) ঃ মধ্য প্রদেশের এই হিন্দু মন্দিরকে ১৬৫৮ খ্রিস্টাব্দে ঔরংজেব লুঠ করেন এবং মন্দিরকে মসজিদে রূপান্তরিত করেন, যা বর্তমানে বিজামণ্ডল মসজিদ নামে পরিচিত।

৯। মসজিদ কুবভুল ইসলাম, কুতুব মিনার (দিল্লী) ঃ প্রায় ২৭টি জৈন মন্দির ভেঙে ১২০৬ খ্রিস্টাব্দ-১২১০ খ্রিস্টাব্দ এর মধ্যে কুতুবুদ্দিন আইবক এই মসজিদের নির্মাণ করেন।

চিঠির শেষে ওয়াসিম রিজভি ধর্মের দোহাই দিয়ে বলেন, কারো জায়গা জোর করে দখল করে সেই জায়গায় মসজিদ বানানো ইসলামে হারাম। রিজভি ল বোর্ডকে বলেন, আপনাদের সংগঠনে কট্টরপন্থী মানসিকতার লোকে ভরা, আর আমি জানি আপনাদের এই কট্টরপন্থী বিচারধারার জন্য আমার এই চিঠি নিয়ে বিচার করবেন না আপনারা।

দেশের একাধিক স্থান হামলার পরিকল্পনা ছিল নিহত জয়েশ জঙ্গির

শুধু জম্মু ও কাশ্মীর নয়, দেশের একাধিক স্থানে হামলার পরিকল্পনা ছিল নিহত জয়েশ জঙ্গি এবং সুঞ্জোয়ানের সেনা ক্যাম্পে হামলার মূলচক্রী মুফতি ওয়াকাসের। গত ১০ ফেব্রুয়ারি দক্ষিণ কাশ্মীরের পুলওয়ামা জেলার সুঞ্জোয়ান সেনা ক্যাম্পে আত্মঘাতী জঙ্গিরা হামলা চালায়। ওই হামলায় জড়িত পাক মদতপুষ্ট জঙ্গি সংগঠন জয়েশ-ই-মহম্মদের মুফতি ওয়াকাস ওরফে আবু আনসারের নাম উঠে আসে। গত ৫ মার্চ নিরাপত্তারক্ষীদের সঙ্গে সংঘর্ষে তার মৃত্যু হয়। জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ একটি টিম গঠন করে ওই জঙ্গির সম্বন্ধে খোঁজখবর নিতে শুরু করে। সে কাশ্মীরের যুবকদের মগজ ধোলাই করে আত্মঘাতী হওয়ার জন্য প্ররোচনা দিত বলে তদন্তে উঠে আসে। ইতিমধ্যে তার ফাঁদে পা দিয়ে তিন যুবক জয়েশ-ই-মহম্মদে যোগ দিয়েছে। শুধু তাই নয়, ভারতের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানেও হামলার পরিকল্পনা নিচ্ছিল মুফতি ওয়াকাস।

লস্কর ই তৈবাকে অর্থ জোগান, উত্তরপ্রদেশে গ্রেপ্তার ১০ জন

লস্কর ই তৈবাকে অর্থ জোগানোর অভিযোগে ১০ জনকে গ্রেপ্তার করল উত্তরপ্রদেশ পুলিশের সন্ত্রাস দমন শাখা। এদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে গোরক্ষপুর, লখনই, প্রতাপগড় ও মধ্যপ্রদেশের রিভান থেকে। পাকিস্তান থেকে আসা নির্দেশ অনুয়ায়ী লস্করকে টাকা জোগাত এরা। ধৃতদের নাম নাসিম আহমেদ,নইম আর্সাদ, সঞ্জয় সরোজ, নীরজ মিশ্র, সাহিল মাসিহ, উমা প্রতাপ সিংহ, মুকেশ প্রসাদ, নিখিল রাই ওরফে মুশারফ আনসারি, অহকুর রাই ও দয়ানন্দ যাদব। লস্কর ই তৈবার এক জঙ্গি যোগাযোগ রাখত এদের সঙ্গে। নকল নামে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলে সেখান থেকে কত টাকা কোন অ্যাকাউন্টে ফেলতে হবে সে ব্যাপারে নির্দেশ দিত। ভারতীয় দালালরা আবার নিত এর থেকে ১০ থেকে ২০ শতাংশ কমিশন। এইসব অ্যাকাউন্ট থেকে এখনও পর্যন্ত ১ কোটি টাকার বেশি লেনদেন হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ব্যাঙ্ক কর্মীদের ভূমিকাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। অভিযুক্তদের কাছ থেকে পাওয়া গিয়েছে ৪২ লাখ টাকা, কয়েকটি এটিএম কার্ড সোয়াইপ করার মেশিন, ম্যাগনেটিক কার্ড রিডার, ৩টে ল্যাপটপ, বিভিন্ন ব্যাঙ্কের পাসবই, একটি দেশি পিস্তল ও বেশ কিছু গুলি।

অনন্তনাগে দুই পাকিস্তানী জঙ্গি খতম

গতকাল ২৪ শে মার্চ শনিবার কাশ্মীরের অনন্তনাগে জঙ্গিদের সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে মৃত্যু হল দুই পাকিস্তানি জঙ্গির। তারা জয়েশ-ই-মহম্মদ সংগঠনের সদস্য। অনন্তনাগ জেলার শিস্ট্রাগাঁও গ্রামে জঙ্গিদের একটি দল জড়ো হয়েছে, খবর পাওয়ার পরেই শুক্রবার রাতে এলাকাটি ঘিরে ফেলে যৌথবাহিনী। শুরু হয় তল্লাশি অভিযান। কিন্তু, কিছুক্ষণ অভিযান চলার পর রাতের অন্ধকারের জন্য তা বন্ধ রাখা হয়।

তারপর শনিবার সকালে দিনের আলো ফুটতেই ফের শুরু হয় অভিযান। বিপদ বুঝতে পেরে জঙ্গিরা যৌথবাহিনীকে লক্ষ্য করে গুলি চালাতে থাকে। শুরু হয়ে যায় নিরাপত্তারক্ষীদের সাথে জঙ্গিদের গুলির লড়াই। ঘটনাস্থলেই মারা যায় দুই জঙ্গি।

ইসলামকে ক্যানসার হিসেবে বর্ণনা করা হলো মায়ানমারের পার্লামেন্টে

গত ৫ই মার্চ, ২০১৮ মায়ানমারের পার্লামেন্টে একটি আলোচনা চলাকালীন একজন সদস্য ইসলামকে ক্যানসার হিসেবে আখ্যা দেন। ঐদিন সংসদে রাখাইন রাজ্যের কামান সম্প্রদায়ের মুসলিম, যারা কিনা ব্যবসায়ী ধনী সম্প্রদায়, তাদেরকে ইয়াঙ্গনে পুনর্বাসন দেবার প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা চলছিল সংসদে। তখন Union solidarity and Development Party (USDP)-এর এমপি ইউ মুয়াং মায়ানমার সরকারের এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেন। তিনি মায়ানমারের সংসদে দাঁড়িয়ে বলেন, যে ইসলাম হলো ক্যানসারের মতো, কামান মুসলিমদের ইয়াঙ্গনে পুনর্বাসন দেবার অর্থ হলো ক্যানসারকে সারা দেশে ছড়িয়ে দেবার সুযোগ করে দেওয়া। তার বদলে তিনি সেই মুসলিমদের জন্মস্থান যে দেশে, সেই দেশে ফিরে যেতে বলেন। স্পিকার উইন ময়াস্তে এমপি ইউ মুয়াং প্রস্তাবের বিরোধিতা করেননি। তার এই প্রস্তাবকে সংসদের অন্যান্য এমপিরা সমর্থন জানান। তিনি আরো বলেন যে এই সমস্যার সমাধান রাখাইন প্রদেশে যেভাবে করা হচ্ছে, ঠিক সেইভাবে করা উচিত।

অপহৃত ৩৯ জন ভারতীয়কে হত্যা করেছে ইসলামিক স্টেট, সংসদে জানালেন সুষমা স্বরাজ

"ইরাকের মসুলে অপহৃত ৩৯ জন ভারতীয়কে হত্যাই করেছিল আইএসআইএস বাহিনী! কেউ বেঁচে নেই।" ২০শে মার্চ, মঙ্গলবার সংসদে বিবৃতি দিয়ে এই তথ্য জানালেন বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ। নিহতদের মৃতদেহ ভারতে ফিরিয়ে আনতে যাচ্ছেন বিদেশমন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী জেনারেল ভি কে সিং। এদিকে এই ঘোষণা নিয়ে সরকার বনাম বিরোধীদের মধ্যে তীব্র চাপানউতোর শুরু হয়েছে। নিহতদের পরিবারবর্গের একাংশও কেন্দ্রীয় সরকারের আচরণে প্রবল ক্ষুব্ধ। তাঁদের বক্তব্য, চার বছর ধরে আশায় রাখার পর তাঁদের কোনও সংবাদ না দিয়ে মোদি সরকার আচমকা আজ সংসদে ঘোষণা করেছে যে তাঁদের প্রিয়জন আর বেঁচে নেই। টিভি দেখে একথা জানতে হচ্ছে আমাদের? আর সেই ক্ষোভের সুরে সরকারকে সংসদে চেপে ধরে চরম অস্বস্তিতে ফেলতে চাইল বিরোধীরাও। রাজ্যসভায় বিরোধী দলনেতা গুলাম নবি আজাদ বলেছেন, সরকার অত্যন্ত গর্হিত আর নিষ্ঠুর কাজ করেছেন। যে পরিবারবর্গকে বিগত চার বছর ধরে এই সরকারই মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে এসেছে যে তাঁদের পরিবারের মানুষটি বেঁচে আছেন, আজ সেই মানুষগুলোর মৃত্যুর সংবাদ প্রথমেই তাঁদের পরিবারকে দেওয়া উচিত ছিল। আর এখন সরকারকে জানাতে হবে কেন এতদিন ধরে এবং কিসের ভিত্তিতে বলা হয়েছে যে এই ভারতীয়রা বেঁচে আছেন? সুষমা স্বরাজ আজ বলেছেন, গতকালই আমাদের কাছে ডিএনএ রিপোর্ট এসেছে। সেই ফরেনসিক রিপোর্টেই জানা যাচ্ছে মসুলে পাওয়া ৩৯ জনের মৃতদেহ সেই অপহৃত ভারতীয়দেরই। তিনি বলেছেন, বিরোধীরা যে এভাবে মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ড নিয়ে নীতিহীন রাজনীতি করতে পারে এটা তিনি কল্পনাও করেননি। উল্লেখ্য, ২০১৪ সাল থেকে ৩৯ জন ভারতীয় প্রত্যেকেই বেঁচে আছেন। কারণ ওই অপহৃতদের মৃত্যু হয়েছে এরকম কোনও প্রমাণ অন্তত পাওয়া যায়নি। আর যতক্ষণ মিলছে না ততক্ষণ মৃত ঘোষণা করতে সরকার ইচ্ছুক নয়। সুষমা স্বরাজ বলেছিলেন, আমরা সবরকমভাবে আশাবাদী ওই অপহৃতরা বেঁচে আছেন। কোনও প্রমাণ ছাড়া কাউকে মৃত ঘোষণা করা পাপ। আমরা সেই পাপ করতে পারি না।

উত্তপ্রদেশের মাদ্রাসায় NIA গোয়েন্দাদের তল্লাশি

একাংশের মাদ্রাসাগুলির অন্দরে দেশবিরোধী কার্যকলাপ চলে বলে আগেই অভিযোগ ছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার কাছে। আর এবার এই অভিযোগেই উত্তরপ্রদেশের নামকরা এক মাদ্রাসায় হানা দিল ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি বা NIA। গত ৯ই মার্চ এই অভিযান চালানো হয়।

উত্তরপ্রদেশের বান্দার কাছে একটি নামজাদা মাদ্রাসায় অভিযান চালায় এনআইএ-র দুই সদস্যের টিম। লাগাতার ৮ ঘণ্টা ধরে চলে তল্লাশি অভিযান। বিখ্যাত এই মাদ্রাসাটি বান্দা শহর থেকে মাত্র ১৬ কিলোমিটার দূরে হাম্মোরা গ্রামে অবস্থিত। ওই মাদ্রাসার পড়ুয়া ও শিক্ষকদের জিজ্ঞাসাবাদও করা হয়। সেই সঙ্গে সন্দেহভাজন এক পড়ুয়ার বয়ান রেকর্ড করা হয়েছে। সূত্রের খবর, তৌসিফ নামে এক কাশ্মীরি ছাত্র এখানে প্রায় তিন মাস ধরে পড়াশোনা করত। তাকে কয়েকদিন আগেই কাশ্মীর থেকে জঙ্গিদের মদত দেওয়ার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়। ওই ছাত্রর সঙ্গেই এই মাদ্রাসার আরও কয়েকজন ছাত্রর যোগ রয়েছে বলে খবর পেয়ে তদন্তে নেমেছে এনআইএ।

মাদ্রাসাটি পরিচালনা করেন প্রয়াত মৌলানা সিদ্দিকের পুত্র হাবিব আহমেদ মাদ্রাসি। তাঁকে, মাদ্রাসারই কয়েকজন শিক্ষক ও কাশ্মীর থেকে এখানে পড়তে এসেছেন এমন কয়েকজন পড়ুয়াকে নিয়ে রুদ্ধদ্বার জিজ্ঞাসাবাদ চলে। পরে মাদ্রাসারই এক শিক্ষক জানিয়েছেন, তদন্তে সবরকমের সহায়তা করেছেন তাঁরা। তিনি বলেন, 'কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা জানতে চান, এখান কোথা কোথা থেকে ছাত্ররা পড়তে আসে, কী পড়ে, কতক্ষণ থাকে। আমরা সবই জানিয়েছি। আমাদের কাছে সব পড়ুয়ার আইডি থাকে। আমরা তদন্তে সবরকমের সাহায্যের জন্য প্রস্তুত।'

উত্তরপ্রদেশের মাদ্রাসাগুলির বিরুদ্ধে জঙ্গি-যোগের অভিযোগ এই নতুন নয়। চলতি বছরের জানুয়ারিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চিঠি দিয়ে রাজ্য জুড়ে মাদ্রাসাগুলির উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে আর্জি জানিয়েছিলেন রাজ্যের শিয়া কেন্দ্রিক ওয়াকফ বোর্ডের ওয়াসিম রিজভী। তাঁর অভিযোগ, দেশের প্রায় ১ লক্ষ মাদ্রাসায় জঙ্গিবাদের বীজ বপণ করা হচ্ছে। এই কারণে তাদের নিষিদ্ধ করা হোক।

হিন্দু নববর্ষ পালনের মিছিলকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ

গত ১৮ই মার্চ, শনিবার ছিল হিন্দু নববর্ষের সূচনা। ঐদিন বিহারের ভাগলপুর শহরে হিন্দুদের একটি মিছিল নাথনগর হয়ে মালভখাস যাবার কথা ছিল। মিছিল যথরীতি গান ও স্লোগানের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলছিল। কিন্তু রাস্তার পাশে থাকা মুসলিমরা আপত্তি জানায়। এমনকি মিছিলে অংশ নেওয়া হিন্দুদের মারধোর করে। আর এনিয়ে ক্ষিপ্ত হিন্দুরা পাল্টা মারধোর করলে সংঘর্ষ শুরু হয়। একে অপরের দিকে পাথর ছুঁড়তে থাকে। এমনকি গুলিও চালানো হয়। ঘটনাস্থলে পুলিশ এলেও সংঘর্ষের তীব্রতা এমন ছিল যে পুলিশ কাছে যেতে সাহস করেনি। পরে মুঙ্গের থেকে বিশাল পুলিশ বাহিনী এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এই ঘটনায় ৬ জন পুলিশ অফিসার সহ ১২ জন হিন্দু-মুসলিম আহত হয়েছেন।

বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর অত্যাচার অব্যাহত

বাংলাদেশের ঢাকেশ্বরী মন্দিরের দেবোত্তর সম্পত্তি উদ্ধারের দাবিতে অনশন হিন্দুদের

বাংলাদেশের ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দিরের দখল হওয়া দেবোত্তর সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের দাবিতে অনশন কর্মসূচি পালন করছেন সেদেশের হিন্দুরা। গত ১৬ই মার্চ, শুক্রবার সকালে ঢাকেশ্বরী মন্দির প্রাঙ্গনে অনশন কর্মসূচিতে অংশ নেন ঢাকা মহানগর সার্বজনীন পূজা কমিটির নেতৃবৃন্দ। তাঁরা অভিযোগ করেন, মন্দিরের ২০ বিঘা দেবোত্তর ভূমির মধ্যে ১৪ বিঘাই বিভিন্ন সময়ে সরকারি কর্মচারী-নেতাদের যোগসাজশে দখল করে নিয়েছে কিছু মানুষ। এই জমি উদ্ধারে সরকার-সহ সকলের সহযোগিতা চেয়ে ভক্তরা বলেন, ঢাকেশ্বরী মন্দিরের সম্পত্তি কেবলমাত্র একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের নয়, এটি একটি ঐতিহ্যবাহী জাতীয় প্রতিষ্ঠান। তাই এর সংরক্ষণ ও উন্নয়নের দায়িত্ব রাষ্ট্রের। এই অনশন থেকে দাবি তোলা হয় যে মন্দিরের সম্পত্তি দখলকারী ব্যক্তিদেরকে আইনের আওতায় এনে শাস্তি দেওয়া হোক।

সাতক্ষীরায় গীতাপাঠের অনুষ্ঠানে মুসলিমদের আক্রমণ

বাংলাদেশের সাতক্ষীরার শ্যামনগরে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে একদল মুসলমান হামলা করে এবং বাঁশ-রড দিয়ে পিটিয়ে প্রায় ৭জন হিন্দুকে আহত করে। ঘটনাটি ঘটে গত ১৪ই মার্চ, বুধবার সন্ধ্যায়। শ্যামনগরের বাধকাটা গ্রামের রঞ্জন মলের বাড়ির পাশের হরিমন্দিরে প্রতিবছরের মতো এইবছরও সপ্তাহব্যাপী ভাগবত ও গীতা পাঠের আয়োজন করা হয়েছিল। কিন্তু গীতাপাঠে নমাজের সমস্যা হচ্ছে এই অজুহাতে গ্রামের আক্রম হোসেন বাবু, মফিজুর রহমান, মিলন হোসেন, গোলাম মোস্তফা ও আবুল হোসেন সহ আরো বেশকিছু মুসলমান ওখানে অংশ নেওয়া হিন্দুদেরকে বাঁশ ও রড দিয়ে পেটাতে থাকে। আর এতে গোকুল মন্ডল, সুধাংশু মন্ডল, সমীর মন্ডল, বনমালী মন্ডল, সুরেশ মন্ডল, রমেশ মন্ডল এবং সুকেশ সরকার আহত হয়। এদের সকলকে কাছের শ্যামনগর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়। এই ঘটনায় গীতাপাঠ কমিটির সভাপতি রণজিৎ বরকন্দাজ পুলিশে ওই মুসলিম দুষ্কৃতিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন। শ্যামনগর থানার অফিসার সৈয়দ মান্নান আলী জানিয়েছেন যে এখনো পর্যন্ত পুলিশ গীতাপাঠের আসরে আক্রমণের অভিযোগে ৪ জনকে গ্রেপ্তার করেছে।

সিরাজগঞ্জে হিন্দু তরুণীকে গণধর্ষণ

বাংলাদেশের সিরাজগঞ্জের কামারখন্দ উপজেলায় এক হিন্দু তরুণীকে (২৮) অপহরণের পর গণধর্ষণের অভিযোগে চারজন স্থানীয় মুসলিমকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

গত ২৪ শে ফেব্রুয়ারী দুপুরে ধর্ষণের শিকার ওই হিন্দু তরুণী পাঁচজনকে আসামি করে থানায় একটি মামলা দায়ের করে। এর আগে গত ২৩ শে ফেব্রুয়ারি, শুক্রবার রাতে কীর্তন অনুষ্ঠান দেখে ফেরার পথে ভদ্রঘাট এলাকা থেকে ওই তরুণীকে তুলে নিয়ে গিয়ে গণধর্ষণ করা হয়।

আসামিরা হলেন, উপজেলার ভদ্রঘাট গ্রামের মৃত চাঁদ মিয়ার ছেলে জসমত মন্ডল (৩০) এবং একই এলাকার মৃত রবি শেখের ছেলে মাকমুদুল শেখ (৩৫), সোহবার আলী শেখের ছেলে আইয়ুব শেখ (২১), আব্দুস সালাম শেখের ছেলে সোহাগ শেখ (৩০) ও আবু শামা শেখের ছেলে সোহাব শেখ (২৮)।

পাঁচজন যুবক তরুণীকে সিএনজি চালিত অটোরিকশা থেকে জোরপূর্বক তুলে নিয়ে ভদ্রঘাটে এলাকার একটি জঙ্গলে পালাক্রমে ধর্ষণ করে।

শনিবার ভোরে জঙ্গলের পাশে একটি টিনের ঘর থেকে ওই নারীকে উদ্ধার ও জসমত নামে একজনকে আটক করে পুলিশ। পরে তার দেওথা তথ্যের ভিত্তিতে ভদ্রঘাট বাজার এলাকা থেকে আইয়ুব, সোহাগ, মাকমুদুল নামে তিন যুবককে আটক করা হয়। শনিবার এ বিষয়ে কামারখন্দ সার্কেলের সিনিয়র সহকারি পুলিশ সুপার আতোয়ার রহমান জানান, শুক্রবার রাতে ভদ্রঘাট বাজার এলাকায় কয়েকজন যুবক এক হিন্দু নারীকে জোরপূর্বক অপহরণ করে জঙ্গলের দিকে নিয়ে গেছে। এমন সংবাদের ভিত্তিতে শনিবার ভোর রাতে ওই এলাকায় অভিযান চালিয়ে একটি পরিত্যক্ত টিনের ঘর থেকে অপহৃত তরুণীকে উদ্ধার ও জসমত নামে একজনকে আটক করা হয়। পরে জসমতের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে আরও তিনজনকে আটক করা হয়। অপর আসামি সোহাব শেখকে আটকের প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে।

নব্য জেএমবির দুই শীর্ষ নেতা হাদিসুর রহমান ও আকরাম হোসেন গ্রেফতার

নব্য জেএমবির শীর্ষ দুই জঙ্গি নেতা হাদিসুর রহমান সাগর ও আকররাম হোসেন নিলয়কে বগুড়া থেকে গ্রেপ্তার করল বাংলাদেশের পুলিশ। গত ২১শে মার্চ, বুধবার রাতে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তারের পরই তাদের কাউন্টার টেরোরিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম ইউনিটের (সিটিটিসি) কাছে হস্তান্তর করা হয়। গতকাল ২২শে মার্চ, বৃহস্পতিবার তাদের আদালতে তোলা হয়। সিটিটিসি সূত্রে জানা যায়, হাদিসুর রহমান সাগর গুলশানের হোলি আর্টিজান হামলার ঘটনায় অন্যতম সন্দেহভাজন পলাতক আসামি। সে ওই হামলার ঘটনায় অস্ত্র ও বিস্ফোরক সরবরাহ করেছিল বলে পুলিশ তদন্তে জানতে পারে। সাগর পুরনো জেএমবি'র সদস্য। ২০১৪-১৫ সালে তামিম চৌধুরীর হাত ধরে নব্য জেএমবিতে যোগ দেয় সে। নব্য জেএমবিতে সে বোমা তৈরির কারিগর হিসেবেও পরিচিত ছিল। মাসখানেক আগে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের একটি জেলা থেকে তার স্ত্রীকে আটক করে পুলিশ। সিটিটিসি সূত্রে আরও জানা যায়, গ্রেপ্তার হওয়া আকরাম হোসেন নিলয় নব্য জেএমবির অন্যতম শীর্ষ অর্থদাতা। গুলশান হামলার পর থেকে নব্য জেএমবিকে সংগঠিত করার চেষ্টা চালিয়ে আসছিল সে। সংগঠনের সে 'স্লেড উইলসন' এবং 'জ্যাক স্পেরো' নামেও পরিচিত ছিল। এর আগে গত বছরের নভেম্বর মাসে নিলয়ের বাবা আবু তোরাব, মা ও বোনকে গ্রেপ্তার করে সিটিটিসি। বর্তমানে তারা কারাগারে। নিলয় ও তার পরিবারকে হোটেল ওলিও ইন্টারন্যাশনালে বিস্ফোরণের অর্থের জোগানদার হিসেবে চিহ্নিত করেছেন গোয়েন্দারা।

৩ বাংলাদেশিকে গ্রেপ্তার করল মহারাষ্ট্র এটিএস

জঙ্গিদের আশ্রয় দেওয়ার অভিযোগে তিনজন বাংলাদেশি নাগরিককে পুনে থেকে গ্রেপ্তার করল মহারাষ্ট্র পুলিশের সন্ত্রাসদমন শাখা (এটিএস)। আধিকারিকরা জানিয়েছেন, জঙ্গি সংগঠন আনসারুল্লা বাংলা টিমের (এবিটি) সদস্যদের আশ্রয় দেওয়ার অভিযোগে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতদের বিরুদ্ধে বিনা অনুমতিতে ভারতে বাস করার অভিযোগও রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এটিএসের এক কর্তা বলেন, 'ভ্রমণ সংক্রান্ত কোনও কাগজপত্র ছাড়াই তিনজন বাংলাদেশি পাঁচ বছর ধরে ওয়ানাবারি ও আকুর্দি এলাকায় বসবাস করছিল। ধৃতদের প্রত্যেকের বয়স ২৫ থেকে ৩১ বছরের মধ্যে। তারা বাংলাদেশের খুলনা অথবা শরিয়তপুরের বাসিন্দা।'

জানা গিয়েছে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে গত ১৬ই মার্চ, শুক্রবার ওয়ানাবারি এলাকায় তল্লাশি চালিয়ে এক বাংলাদেশিকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তাকে জেরা করে আকুর্দি এলাকায় অবৈধভাবে বাসরত দুই বাংলাদেশির হদিশ মেলে। জেরার মুখে ধৃতরা জঙ্গি সংগঠন আনসারুল্লা বাংলা টিমের সদস্যদের আশ্রয় দেওয়া এবং অন্যান্য সাহায্য করার কথা স্বীকার করেছে। তিন বাংলাদেশির কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে প্যান এবং আধার কার্ডও। ভুয়ো কাগজপত্র দিয়ে সেগুলি তৈরি করা হয়েছে।

পাবনার কালী প্রতিমা ভাঙচুর করে গয়না লুঠ

পাবনার ভাঙ্গুড়া উপজেলার চর ভাঙ্গুড়া ঘোষপাড়ায় শিব মন্দিরের প্রতিমা ভাঙচুর করে মন্দিরে থাকা সোনার অলঙ্কার লুঠপাট করেছে স্থানীয় মুসলমানরা। গত ৯ই মার্চ, শুক্রবার গভীর রাতে এই ঘটনা ঘটে। শিব মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা রামপদ ঘোষের নাতি রঘুনাথ ঘোষ জানান, শুক্রবার রাত ১১টার দিকে তিনি মন্দিরের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় মন্দিরের দরজা খোলা দেখতে পান। তখন মন্দিরের ভেতরে থাকা শিব মূর্তি দেখতে না পেয়ে বাইরে খোঁজাখুঁজি করা হয়। এক পর্যায়ে মন্দিরের বাইরে ভাঙা অবস্থায় শিব মূর্তি পরে থাকতে দেখা যায়। মুসলমানরা মূর্তির গায়ে থাকা প্রায় ১০ ভরি রূপা ও কিছু সোনার গয়না গণিমতের মাল হিসাবে লুটপাট করে নিয়ে গেছে। ভাঙ্গুড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নজরুল ইসলাম জুয়েল জানান, রাতেই পুলিশ দায়সারা ভাবে ঘটনাস্থল পরির্দশন করেছে। জানা গিয়েছে, যারা এ ঘটনা ঘটিয়েছে তাদের আটক করে লুটপাট হওয়া অলংকার উদ্ধারে পুলিশ টিমেতালে অভিযান চালাচ্ছে।

পাথারকান্দিতে শ্লীলতাহানির ঘটনায় গ্রেফতার ২ মুসলিম যুবক

অবশেষে পাথারকান্দিতে যুবতীকে শ্লীলতাহানির ঘটনায় জড়িত দুই মুসলিম যুবককে গ্রেপ্তার করলো পাথারকান্দি থানার পুলিশ। গত ১৮ই মার্চ, রবিবার বিকেলে আসামের পাথারকান্দির ইউবিআই ব্যাংকের সামনে ওই হিন্দু যুবতীর শ্লীলতাহানি করে দুই যুবক। এমনকি ওই দুই যুবকের সঙ্গে ওই হিন্দু যুবতীর ধস্তাধস্তিও হয়। পরে ওই দুই যুবক ঘটনাস্থল ছেড়ে পালায়। পরের দিন ওই যুবতীর পরিবার পাথারকান্দি থানায় অভিযোগ দায়ের করে। তদন্তে নেমে পুলিশ গত ২০শে মার্চ, মঙ্গলবার গভীর রাতে দুইজন মুসলিম যুবককে গ্রেপ্তার করে। ধৃত দুই মুসলিম দুষ্কৃতি হলো ডালিমউদ্দিন এবং মনিরউদ্দিন। দুইজনের বাড়িই পাথারকান্দিতে। ২২শে মার্চ, বৃহস্পতিবার স্থানীয় বাসিন্দারা দোষীদের কঠিন শাস্তির দাবিতে পাথারকান্দি বাজারে বিক্ষোভ দেখান এবং পাথারকান্দিতে জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন। পরে পুলিশ এসে দোষীদের কঠিন শাস্তির দেবার প্রতিশ্রুতি দিলে অবরোধ তুলে নেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

আসামের উধারবন্দে জিহাদি আক্রমণের শিকার হলো হিন্দুরা

গত ১০ই মার্চ, রাত্রে আসামের কাছাড় জেলার অন্তর্গত উধারবন্দ থানার পানগ্রামে জিহাদি মুসলিমরা হিন্দুদের দোকানসহ বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিলো। পানগ্রাম রোডে একটি বার আছে, যার নাম মনসা বার। গত শনিবার সন্ধ্যায় কিছু মনিপুরী হিন্দু যুবক ওই বারের সামনে দাঁড়িয়েছিল। তারা এক মুসলিম ট্রাক ড্রাইভারকে দাঁড় করায় এবং গাড়িটিকে আস্তে চালাতে বলে। এই নিয়ে উভয়ের মধ্যে বচসা হয়। পরে ট্রাক ড্রাইভারটি চলে গেলেও কিছু সময় পর সে কয়েকশো মুসলিমকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে আসে। প্রথমেই মনসা বার-এ আগুন লাগিয়ে দেয় মুসলিম জনতা। তারপর একের পর দোকান ভাঙচুর করতে থাকে। তারপর মনিপুরী হিন্দুদের পাড়া আক্রমণ করে। ভয়ে মনিপুরী হিন্দু মহিলারা দৌড়ে পালিয়ে যায়। তখন মুসলিমরা একের পর এক হিন্দু বাড়ীতে হামলা চালায় এবং লুঠপাঠ করে। খবর পেয়ে উধারবন্দ থানার পুলিশ বিশাল বাহিনীসহ ঘটনাস্থলে আসে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে না আসায় সিআরপিএফ মোতায়েন করে জেলা পুলিশ। শেষ খবর অনুযায়ী পুলিশ ২ জন জিহাদি মুসলমানকে গ্রেপ্তার করেছে।

আসামের নগাঁও-এ পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রীকে ধর্ষণ করে আগুনে পুড়িয়ে দিলো মুসলিমরা

আসামের এক পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রী ওই স্কুলের অন্য দুইজন ছাত্রর হাতে নৃশংস অত্যাচারের শিকার হলো। স্কুল থেকে ফেরার পর বাড়িতে একাই ছিল পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রীটি। আর সেই সুযোগেই তার ঘরে ঢুকে পড়ে তিন জন মুসলিম ছেলে। এদের মধ্যে ২ জন ওই ছাত্রীরই স্কুলের উঁচু ক্লাসের ছাত্র। আর অন্যজন ছাত্রীর বাড়ির এলাকারই এক মুসলিম তরুণ। পুলিশ সুত্রে খবর, ঘররে দরজা বন্ধ করে পঞ্চম শ্রেণির ওই ছাত্রীকে ধর্ষণ করে ওই তিনজন মুসলিম যুবক। এরপর অচৈতন্য হয়ে পড়া মেয়েটির গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন লাগিয়ে পালিয়ে যায় ধর্ষকরা। এলাকার লোকজন ঘর থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখে ছুটে আসেন। বন্ধ ঘরের দরজা ভেঙে উদ্ধার করা হয় অগ্নিদগ্ধ মেয়েটিকে।

আগুনে ততক্ষণে ওই ছাত্রীর শরীরের ৯০ শতাংশই ঝলসে গিয়েছিল। হাসপাতালে যেতে যেতেই ছাত্রীটি বাড়ির লোক ও পুলিশকে ধর্ষণের অভিযোগ করে। ঘটনার পিছনে থাকা তার স্কুলে দুই সিনিয়র ছাত্র এবং এলাকার তরুণ জাকির হোসেনের নাম বলে দেয়। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও বাঁচানো যায় নি পঞ্চম শ্রেণির ওই ছোট্ট ফুলের মতো মেয়েটিকে। চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। আজ সকালে অসমের এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পর দেশজুড়ে ছাঞ্চল্য পড়ে গিয়েছে। জানা গিয়েছে শুক্রবার বিকেলে এই ঘটনাটি ঘটে গুয়াহাটি থেকে ১২২ কিলোমিটার দূরে নগাঁও জেলার লালন গাঁও-এ। অভিযুক্ত দুই নাবালক মুসলিম ছাত্রকে গ্রেফতারের পর তাদের জুভেনাইল হোমে পাঠানো হয়েছে। অন্যদিকে, মূল অভিযুক্ত জাকির হুসেন এখনও নিখোঁজ। নগাঁও-এর পুলিশ সুপার শঙ্কর রাইমেধি জানিয়েছেন, 'হাসপাতালে ওই ছাত্রীকে দেখতে গিয়েছিলাম। যন্ত্রণায় রীতিমতো কাতরাচ্ছিল সে। কথা বলতেও কষ্ঠ হচ্ছিল।' তবে, ওই বালিকা মৃত্যুর আগে যে বয়ান দিয়ে গিয়েছে তা রেকর্ড করে রাখা হয়েছে। আর তার ভিত্তিতেই দু'জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন পুলিশ সুপার।

শ্যামপ্রসাদের মূর্তি ভাঙার নিন্দা করে প্রেস বিজ্ঞপ্তি হিন্দু সংহতির

গত ৬ই মার্চ, ২০১৮ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্ররা কেওড়াতলা মহাশ্মশানের বাগানে থাকা ভারতকেশরী শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়-এর মূর্তিতে ভাঙচুর চালায়। ওই ছাত্ররা মাওবাদীদের গণসংগঠন "Radical" নামক একটি ছাত্র সংগঠনের সদস্য। তারা শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির মূর্তিতে কালি মাখিয়ে দেয়। আর এই ঘটনার করা নিন্দা করলো হিন্দু সংহতি। হিন্দু সংহতির সর্বভারতীয় সভাপতি শ্রী দেবতনু ভট্টাচার্য একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি জারি করে এই ঘটনার নিন্দা করেন। তিনি বলেছেন যে ''পশ্চিমবঙ্গের স্রষ্টা, বাঙালির রক্ষাকর্তা ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় আজ এই পশ্চিমবঙ্গের মাটিতেই তথাকথিত বাঙালিদের হাতেই কালিমালিপ্ত হলেন। খোদ কলকাতার বুকে তার মূর্তি ভাঙার চেষ্টা করা হলো। অথচ এটা ঐতিহাসিক সত্য যে, ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় না থাকলে এই কলকাতা ভারতের মধ্যে থাকতো না। তিনি এই তিলোত্তমা কলকাতাকে পাকিস্তানের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। পাকিস্তানের দোসর কম্যুনিস্টরা সেইআক্রোশেই হয়তো ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে আক্রমণের লক্ষ্য হিসেবে বেছে নিয়েছে। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বাঙালি ও বাঙালিয়তার মূর্ত প্রতীক। তাই ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়-এর এই অপমান আপামর বাঙালি জাতির অপমান। আমি হিন্দু সংহতির পক্ষ থেকে এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি''। তিনি মূর্তি ভাঙা ও কালি মাখানোর ঘটনার সঙ্গে যুক্ত দেশদ্রোহীদের দ্রুত গ্রেপ্তার করার জন্যে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন। এছাড়াও তিনি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে বাংলা ও বাঙালির পক্ষ থেকে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে উপযুক্ত সম্মান প্রদানের জন্যে তাঁর নামে শিয়ালদহ স্টেশনের নাম ''শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি ট্যার্মিনাস'' করার প্রস্তাব বিধানসভায় পেশ করার আবেদন জানান।

হিন্দু সংহতির কর্মী অচিন্ত মালকে গ্রেপ্তার করলো পুলিশ

গত ৭ই ফেব্রুয়ারি, বুধবার রাতে মায়তায় (গড়বেতা বিধানসভা, গোয়ালতোড় থানা, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায়) একটা বালি বোঝাই ট্রাকে চাঁদা চাইছিল স্থানীয় কিছু ছেলে। ট্রাক ড্রাইভার মুসলমান ছিল। চাঁদা দেওয়া নিয়ে একটু বচসা হয়. এনিয়ে ট্রাক মালিক আশিকুল খান পুলিশে অভিযোগ দায়ের করে। আর অদ্ভুতভাবে পুলিশ এফআইআর-এ থাকা প্রথম দুই জনকে গ্রেপ্তার না করে হিন্দু সংহতির সক্রিয় কর্মী অচিন্ত মাল এবং তার ভাই বুবাই মালকে গ্রেপ্তার করে। যদিও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে যে অচিন্ত মাল এবং তার ভাই ছিল ঐ সময় ছিল না। ওখানে স্থানীয় কিছু ছেলে প্রায় ৫ বছর আগে হনুমানজীর একটা মন্দির প্রতিষ্ঠা করে। মন্দির প্রতিষ্ঠার প্রায় দুই বছর পরে ওই গ্রামে হিন্দু সংহতির কাজ শুরু হয়। হিন্দু সংহতির সঙ্গে যোগাযোগ হওয়ার পরে জানতে পারা যায়, মায়তার পাশে শিরোমণিপুর নামে এক মুসলমান এলাকা রয়েছে। তাদের প্রচুর অত্যাচার চলে স্থানীয় হিন্দুদের উপরে। হিন্দু মেয়ে ধর্ষণ এক নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা ছিল। হিন্দু সংহতির ভরসায় অচিন্ত মালের নেতৃত্বে হিন্দু যুবকেরা লড়াই করে। ফলে হিন্দুরা মাথা উঁচু করে বাঁচার সুযোগ পায়। তাতে বিভিন্ন জায়গা থেকে হিন্দু সংহতি করার জন্য ডাক আসে।

প্রতি ক্ষেত্রেই হিন্দু সংহতির কর্মীরা অত্যাচারিত হিন্দু পাশে দাঁড়িয়েছে আর হিন্দু সংহতির কাজকে দুর্বল করতে সক্রিয় কর্মী অচিন্ত মালকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে।

পূর্ব মেদিনীপুরে উদ্ধার নাবালিকা

গত ১৪ই মার্চ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার এগরা থানার রসুলপুর দক্ষিণগড় গ্রামে সমীর গুচ্ছাইতের বছর ষোলোর মেয়ে পূজা গুচ্ছাইত (নাম পরিবর্তিত) কে লোভ দেখিয়া অপহরণ করে শেখ ইসলাম (পিতা-আক্কা)। মেয়ে বাড়ি না ফেরায় সমীর গুচ্ছাইত এগরা থানায় একটি মিসিং ডাইরী করে। খবর পেয়ে অঞ্চলের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মী হিন্দু সংহতির সহ সম্পাদক সৌরভ শাসমল শুভঙ্কর নাগ ও অরিত্র মাইতিকে সঙ্গে নিয়ে সমীরবাবুর বাড়িতে যায়। তাদের প্রচেষ্টায় অভিযুক্ত শেখ ইসলামের নামে থানায় একটি কেস দায়ের করা হয়। এরপরই পুলিশ-প্রশাসন নড়েচড়ে বসে। শাসকদলের এক প্রভাবশালী নেতার মাধ্যমে শেষ পর্যন্ত পূজাকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়। মেয়েটিকে হোমে পাঠানো হয়েছে। ভাইয়ের নামে কেস করা হয়েছে জানতে পেরে শেখ ইসলামের দাদা সমীর গুচ্ছাইতের পান দোকানে এসে শাসিয়ে যায়। শুধু মারধোর করা নয়, মেয়েকে আবার তুলে নিয়ে যাবার হুমকিও দেয় সে। এমতাবস্থায় সমীর গুচ্ছাইত ও তার পরিবার আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে।

লাভ জেহাদের শিকার রুবী হালদার

দক্ষিণ ২৪ পরগণার কুলতলি থানার নলগড়া গ্রামের রুবী হালদারের (১৭ বছর, নাম পরিবর্তন) সঙ্গে দু বছর আগে জয় প্রামাণিকের মোবাইল ফোনে যোগাযোগ হয়। জয় প্রামাণিকের আসল পরিচয় আসারুল মোল্লা (৩০ বছর) (পিতা ঃ মুসা মোল্লা, গ্রাম - পানাপুকুর, থানা - মথুরাপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা)। কিন্তু পরিচয় গোপন করে হিন্দু বলে রুবীর সঙ্গে সে প্রেম করে। কিছু দিন পরে দক্ষিণ বারাসতের এক কালী মন্দিরে গিয়ে তারা বিয়ে করে। ওখানেই একটি ঘর ভাড়া নিয়ে তারা বসবাস করতে থাকে। এক বছরের মধ্যে তাদের একটি পুত্র সন্তান হয়।

একদিন সকালে জয়ের মোবাইল ফোনে একটি ফোন আসে। রুবী ফোনটি রিসিভ করলে উল্টো দিক দিয়ে একটি মহিলাকণ্ঠ ভেসে আসে। জিজ্ঞাসা করে, আসারুল আছে। রুবী রং নম্বর বলাতে ঐ মহিলা বলে এটি আসারুলের নম্বর এবং সে তার স্ত্রী রেবেকা বিবি। এবং তাদের দুটো বাচ্চা আছে। সব জানার পর রুবী অসহায় বোধ করতে থাকে। আসারুলের কাছে প্রকৃত সত্য তুলে ধরলে আসারুল রুবীকে জোর করে তাদের বাড়িতে নিয়ে যায় এবং বোরখা পরতে বাধ্য করে নামাজ ও কোরান পাঠ করতে বাধ্য করা হয়। দমবন্ধ কার পরিবেশ থেকে মুক্তি পেতে দেড় বছরের বাচ্চা নিয়ে রুবী পালিয়ে বাপের বাড়ি চলে আসে।

ঘটনাচক্রে হিন্দু সংহতির সাথে তাদের যোগাযোগ হয়। দিন কয়েক আগে রুবী ও তার মা হিন্দু সংহতির সভাপতি দেবতনু ভট্টাচার্য্য ও সহসভাপতি দেবদত্ত মাজির সাথে দেখা করে সাহায্য প্রার্থনা করে। সেই সঙ্গে অভিযুক্ত আসারুলের যাতে কঠোর শাস্তি হয়, তার আবেদনও জানায়। হিন্দু সংহতির সভাপতি দেবতনু ভট্টাচার্য্য তাদের পাশে থাকার ও সবরকমের সাহায্য দেওয়ার আশ্বাস দেন।

রাম নবমী উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গের শিল্পাঞ্চল বলে পরিচিত আসানসোল ও রাণীগঞ্জে ব্যাপক তাণ্ডব চালালো মুসলিম দুষ্কৃতিরা। এই মিছিল হিন্দু সংহতির ছিল না। কিন্তু কোথাও হিন্দু আক্রান্ত হলে হিন্দু সংহতি চুপ করে বসে থাকতে পারে না। তাই দাঙ্গার ফলে গৃহহারা মানুষগুলোর পাশে দাঁড়ালো সংহতি। গত ৪ঠা এপ্রিল হিন্দু সংহতির সভাপতি দেবতনু ভট্টাচার্য্য ও সহ-সম্পাদক সুজিত মাইতি আক্রান্ত মানুষদের সঙ্গে দেখা করেন। এখনও খোলা আকাশের নীচে বাস করছে অনেকগুলো পরিবার। তাদের হাতে সাংসারিক সামগ্রীসহ খাদ্যদ্রব্য তুলে দেন সংহতি সভাপতি। আগামীদিনে তাদের পাশে থাকার আশ্বাসও দিয়েছেন তিনি। সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলে, 'পশ্চিমবঙ্গে বারবার হিন্দুদের ধর্মচারণ সংখ্যালঘুদের দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছে। এর একটা বিহিত হওয়া দরকার। সংখ্যালঘুদের মনে রাখা উচিত, অপরের ধর্মাচারণে বাধা সৃষ্টি করলে একদিন বুমেরাং হয়ে তাদের ধর্মাচারণের পথে কাঁটা হয়ে উঠবে।' তিনি আরও বলেন, 'প্রশাসন যদি সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে না পারে তবে হিন্দুরাই নিজেদের ব্যবস্থা করে নিক। বারবার এই অপমান মেনে নেওয়া যায় না।'

গত ৬ই এপ্রিল দক্ষিণ ২৪ পরগণার চড়াবিদ্যার ১১নং কুমড়োখালি গ্রামে চাল ও বস্ত্র বিতরণ করল হিন্দু সংহতি। গ্রামটি সম্পূর্ণভাবে আদিবাসী অধ্যুষিত এবং হিন্দু সংহতির পুরানো ঘাঁটি। প্রায় দেড়শো পরিবারকে চাল ও বস্ত্র বিতরণ করা হয়। টোটন ওঝার নেতৃত্বে প্রায় হাজার খানেক গ্রামবাসী অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিল। হিন্দু সংহতির সহ সভাপতি ব্রজেন্দ্রনাথ রায়, দেব চ্যাটার্জী, সমীর গুহরায়, কোষাধ্যক্ষ সাগর হালদার, ক্যানিং অঞ্চলের প্রমুখ কর্মী শ্যামল মণ্ডল অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দের শিকাগো বক্তৃতা পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত ঃ স্বাগত জানালো হিন্দু সংহতি

স্বামী বিবেকানন্দের চিকাগো বক্তৃতার ১২৫ তম বর্ষপূর্তিতে স্বামীজীর চিকাগো বক্তৃতাকে স্কুলের পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করলো পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার। রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে হিন্দু সংহতি। এই প্রসঙ্গে সংহতির সভাপতি বলেন, ''এই উদ্যোগ নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। আমরা সরকারের এই উদ্যোগকে সর্বান্তঃকরণে সমর্থন জানাচ্ছি। আমরা কোনো রাজনৈতিক দলের বন্ধু নই, শত্রুও নই। সুতরাং সরকারের এই ধরণের উদ্যোগকে রাজনীতির চশমা দিয়ে আমরা দেখি না। হিন্দুর স্বার্থে যে কোনো পদক্ষেপ স্বাগত। কোন দল এই পদক্ষেপ নিলো— তা অপ্রাসঙ্গিক।'' তিনি আরও বলেন, ''এই সিদ্ধান্তের পিছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য থাকতেই পারে। সব রাজনৈতিক দলের অধিকাংশ সিদ্ধান্ত এবং কর্মসূচী রাজনৈতিক লাভক্ষতির হিসাব করে নেওয়া হয়ে থাকে। এটা রাজনৈতিক দলগুলির বাধ্যবাধকতা। মুসলিম সমাজ এটাকে কাজে লাগাতে পারে। এখন সময় এসেছে, আমাদেরও একে কাজে লাগাতে হবে।''

রামনবমীর শোভাযাত্রাকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষে মৃত ১

পুরুলিয়ার আড়শা থানার ভুরসা গ্রামে রামনবমীর মিছিলে সংঘর্ষের জেরে মৃত্যু হল এক গ্রামবাসীর। মিছিল শেষে হিন্দু-মুসলিম সংঘর্ষ হয়।

খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে যায় বিশাল পুলিশ বাহিনী। মিছিলকারীদের সঙ্গে পুলিশের খণ্ডযুদ্ধ বেধে যায়। সেখানেই গুরুতর আহত হন এক গ্রামবাসী। ডিএসপি হেড কোয়ার্টার সুব্রত পালসহ আহত হন ৪ পুলিশকর্মী। সবাইকে দেবেন মাহাতো সদর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে জনৈক শেখ শাহজাহানকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। ঘটনায় বেশ কয়েকজনকে আটক করেছে পুলিশ।

সূত্রের খবর, পুরুলিয়ার আড়শা থানার ভুরসা গ্রামের ওপর দিয়ে বজরং দলের শোভাযাত্রা যাচ্ছিল। সেই সময় এই সংঘর্ষ শুরু হয়ে যায়। দুপক্ষের মধ্যে ব্যাপক-ইট-পাথর বৃষ্টি চলে। বেশ কয়েকটি দোকান-বাড়িতে আগুন লাগানোর ঘটনা ঘটে। পুলিশ গেলে তাদের লক্ষ্য করে ইট ছোড়া হয় বলে অভিযোগ। সংঘর্ষেই আহত হন বছর পঞ্চান্নর শেখ শাহজাহান। পরে হাসপাতালে মৃত্যু হয় তাঁর। এডিজি আইন শৃঙ্খলা অনুজ শর্মা জানিয়েছেন, ডিএসপি হেড কোয়ার্টার-সহ চার পুলিশকর্মী ঘটনায় আহত হয়েছেন। অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় ডিএসপি এবং তাঁর নিরাপত্তারক্ষীকে চিকিৎসার জন্য কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

হিন্দু সংহতির চেষ্টায় স্কুলে যাওয়া সুরক্ষিত হল ছাত্রীর

উত্তর দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত লালগঞ্জের লাগুয়া হাইস্কুল-এর ছাত্রী ১৬ বছরের মানসী সরকার (নাম পরিবর্তিত, পিতা-রাজকুমার সরকার) কে স্কুলে যাওয়া আসার পথে উত্যক্ত করতো এই স্কুলের ছাত্র আমির শাহিন কাদরী (পিতা-মহম্মদ মতিউর রহমান)। এই ঘটনা দীর্ঘদিন ঘটতে থাকায় মেয়েটি স্কুল যাওয়া বন্ধ করে দেয়। পরে মেয়েটির পরিবার স্কুলের প্রধান শিক্ষককে এবিষয়ে জানায়। কিন্তু উনি কোনো ব্যবস্থা না নেওয়ায় মেয়েটির পরিবার হিন্দু সংহতির প্রমুখ কর্মী শ্রী কাশীনাথ ঢালীকে বিষয়টি জানান। হিন্দু সংহতি এ বিষয়ে উদ্যোগী হলে প্রধান শিক্ষক মহাশয় হিন্দু সংহতির চাপের কাছে নতিস্বীকার করে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করেন। ওই সভাতে হিন্দু সংহতির প্রতিনিধি, প্রধানশিক্ষক, মেয়েটি ও ছেলেটির পরিবার উপস্থিত ছিলেন। শেষে ছেলেটির পিতা এই মর্মে লিখিত দেয় যে ভবিষ্যতে তার ছেলে মেয়েটিকে উত্তপ্ত করলে যা শাস্তি দেওয়া তা মেনে নিতে হবে।

ইন্টারনেটে হিন্দু সংহতি ◆ <www.hindusamhatibangla.com>, <www.hindusamhati.net>, <www.hindusamhatitv.blogspot.in>, Email : hindusamhati@gmail.com

PRINTER & PUBLISHER : TAPAN KUMAR GHOSH, ON BEHALF OF OWNER TAPAN KUMAR GHOSH, PRINTED AT MAHAMAYA PRESS & BINDING, 23 Madan Mitra Lane, P.S. : Amherst Street, Kolkata - 700 006, Published at : 393/3F/6, Prince Anwar Shah Road, Flat No. 8, 4th Floor, Police Station Jadavpur, Kolkata 700 068, South 24 Parganas,
Editor's Name & Address : Samir Guha Roy, 5, Bhuban Dhar Lane, Kolkata - 700 012, Phone : 7407818686/9836188899